EKDIN 30.07.2024 PAGE 1_Layout 1 7/29/2024 10:19 PM Page 1

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বিশেষ

কারখানা থেকে নির্গত ঝাঁঝালো গন্ধের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ৬

কলকাতা ৩০ জুলাই ২০২৪ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.7.2024, Vol.18, Issue No. 51 8 Pages, Price 3.00

টালিগঞ্জে অব্যাহত অচলাবস্থা

ষড়যন্ত্র করে বন্ধ হয়েছে শুটিং, পরিচালকদের দুষলেন টেকনিশিয়ানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার দুপুরে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠক সেরেছিলেন পরিচালকরা। বিকেলে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিয়োয় গিল্ড কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে ফেডারেশন। তারপরই সাংবাদিক সম্মেলন করে ফেডারেশনে কর্তারা জানালেন, 'গুপি শুটিং মানছি না' বা 'রাহুল মুখোপাধ্যায়কে পরিচালক হিসেবে মানি না'। স্টুডিও চত্বরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন টেকনিশিয়ানরা। উঠল 'মানছি না, মানব না' স্লোগান।

ফেডারেশন যুগ্ম সম্পাদক সুজিত কুমার হাজরা বলেন, 'গত কাল থেকে আজ ভোর পর্যন্ত যে সমস্ত সেকেন্ড ইউনিট শুটিং করেছে, আমরা তো অনুমতি দিয়েছি। আর বলা হচ্ছে আমরা নাকি শুটিং বন্ধ করেছি!' পরিচালকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে টেকনিশিয়ানদের নাকি নাভিশ্বাস ওঠে। সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে সাংবাদিক সম্মেলনে।

ফেডারেশন মনে করছে, ইচ্ছে করে সোমবার ইন্ডাস্ট্রি স্তব্ধ করে দিয়েছেন পরিচালকরা। পুরোটাই 'পূর্ব পরিকল্পিত' বলে দাবি উঠেছে। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র! তবে আমরা আলাপ আলোচনায় বসতে রাজি।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সিনেমা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু আজ সিরিয়ালের শুটিং বন্ধ করে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হল, সেটা প্রযোজকরা জানান।'

বিধানসভায় বিশেষ নিন্দা প্রস্তাব: জোরদার হট্টগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করার অভিযোগ নিয়ে বিধানসভায় বিশেষ নিন্দা প্রস্তাব এনে আলোচনাকে ঘিরে শাসক বিরোধী চাপানউতর তুঙ্গে উঠল সোমবার। এদিন বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে ওই প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি জানান মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সেই দাবি মেনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার অনুমতি দিলে মানস বাবু বলেন, গত ২৭ তারিখ নীতি অযোগের বৈঠকে যে অগণতান্ত্রিক আচরণ করা হয়েছে গোটা শেষ তাঁর সাক্ষী। এদিকে প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় মুখর হন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করছেন তা যথার্থ নয়। যদি সংবাদপত্রের রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয় তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হবে না কেন তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গত শনিবার বসেছিল নীতি আয়োগের বৈঠক। সেখানে বিরোধী শিবিরের তরফে একমাত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মাঝপথে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মমতা জানান যে, তিনি ওই বৈঠক বয়কট করেছেন। কারণ, তাঁকে কথা বলার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি। ৫ মিনিট বলার পর তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই ঘটনার জেরে এদিন রাজ্য বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করে তৃণমূল। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আর সেই সময়েই এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়কেরা।

বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটি পূর্বপরিকল্পিত মিথ্যাচার। এই প্রস্তাব আমরা মানি না। আসলে পিসি এবং ভাইপো মিলে দিল্লিতে সেটিং করতে গিয়েছিলেন। তা পারেননি বলেই বৈঠকের বাইরে এসে মিথ্যা বলেছেন। ওঁকে ৫ মিনিট বলার সময় দেওয়া হয়েছিল। উনি বলেছেন। এ নিয়ে ভিতরে কিছু বলেননি। বাইরে বেরিয়ে যা বলার বলেছেন।' এর পরেই বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও বলে ওঠেন, 'এই প্রস্তাব মানছি না, মানব না।' বিজেপি বিধায়কদের

ওয়াকআউট বিজেপির

আচরণে অধ্যক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এসব কী হচ্ছে? আপনারা আলোচনা শুনুন।' কিন্তু অধ্যক্ষের বক্তব্যে গুরুত্ব না দিয়ে ওয়াকআউট করে বিজেপি। বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তোলেন শাসক বিরোধী স্লোগান। পরে বিজেপি বিধায়কেরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করার পরেও আলোচনা চালিয়ে যান তৃণমূল বিধায়কেরা।

ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বাংলার মানুষ বরাবর মমতাকেই চেয়েছেন। নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করেনি এই রাজ্য। নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতাকে বলতে দেওয়া হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। সত্যিটা বিজেপি শুনতে চাইছে না, তাই ওয়াকআউট। ওদের ২০০ কিংবা ৪০০ পারের স্লোগান মুখ থুবড়ে পড়েছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার চায়, এই দেশ হোক শুধু কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্য। মমতা তার প্রতিবাদ করেছেন। মোদি মন কি বাত-এ শুধু নিজের মনের কথা বলেন। আরও কারও কথা শুনতে চান না। এ ভাবে তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করছেন।'

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গত ৩ বছরে বিজেপি বেশিরভাগ সময়েই বিধানসভার বাইরে কাটিয়েছে। কোন কথা অধিবেশনে বলতে হবে, কোনটা বলতে হবে না, তা ওরা জানে না।' মানস ভুঁইয়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কোনও অসত্য কথা বলেননি। উনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাই বাংলার কথা বলেছেন। শিখাদেবী নিজের কথা জানিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান কি এখনও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন? মোদি নিজে কি করেছেন? মাইক বন্ধ করে দেওয়ার রেওয়াজ নীতি আয়োগে আগে ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন, তা মানুষের স্বার্থে। তিনি আগে প্ল্যানিং কমিশনে কথা বলে বাংলার দাবি আদায় করে আনতেন। এখন তা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারী। সারা ভারত এর জন্য ছি ছি করছে।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজের সংসদীয় দ্বায়িত্ব পালন করতে নীতি আয়োগের বৈঠকে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাই সরকার পক্ষের আনা এই প্রস্তাবের তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, বিধানসভায় গৃহীত এই নিন্দা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

তিস্তা থেকে ভাঙন-বন্যা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'জলযুদ্ধে' নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসির জল ছাড়া এবং বাংলায় বন্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের অভিযোগ নতুন নয়। এ বার জল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জলযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, বিধানসভা থেকে একটি কমিটি জল নিয়ে আলোচনা করতে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকে যাবে। সেই সঙ্গে লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে তৃণমূলের সংসদীয় দলও যাবে সেচ মন্ত্রকে। বন্যার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। এ নিয়ে দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকেও কথা বলে এসেছেন বলে জানিয়েছেন মমতা।

উত্তরবঙ্গের বন্যা সমস্যার নিরসনে ইন্দো - ভুটান নদী কমিশন গঠনের জন্য জোরালো দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট একটি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নীতি আয়োগের বৈঠকেও তিনি রাজ্যের এই দাবি নথিবদ্ধ করিয়ে এসেছেন। এই কমিশন ভুটান পাহাড় থেকে সৃষ্ট নদীগুলির পরিস্থিতির উপর নিরন্তর নজরদারি চালাবে এবং এই রাজ্যের সরকারের সাথে নিয়মিত তথ্যের আদান প্রদান করবে। যাতে মানুষকে সতর্ক ও নিরাপদে রাখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের মানুষকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনে অনেক আসন পেলেও সেখানকার মানুষের প্রতি বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিন্দুমাত্র মমত্ব নেই। উল্টে বাংলা ভাগের চক্রান্ত করা হচ্ছে।

বাজেটে প্রতিবেশী বিহার, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশকে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও এরাজ্যে বন্যা প্রতিরোধে এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। ইন্দো - ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবিতে রাজ্য বিধানসভার এক প্রতিনিধি দলকে দিল্লি পাঠানো হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলও বিষয়টি নিয়ে সরব হবে। অন্যদিকে, বাংলা দেশের সঙ্গে তিস্তার জলবন্ধন চুক্তি পুনর্বীকরণ রাজ্য সরকার কখনোই মানবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিস্তার জল বাংলাদেশকে দিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের পানীয় জল নিয়েও সংকট তৈরি হবে। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও রাজ্যের মানুষের স্বার্থের সঙ্গে কোনওভাবেই আপস করা সম্ভব নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই একতরফাভাবে ফরাক্কা চুক্তি পুনর্নবীকরণের চেষ্টা করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, গঙ্গা পদ্মার ভাঙনের কারণে মালদহ-মুর্শিদাবাদের ৩৭৭৩ হেক্টর কৃষি ও বাস্তু জমি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার কারণে ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন ১৬৩.৫ কিলোমিটার এলাকা মূলত ভাঙনের কবলে পড়ছে বলে তার দাবি। এই সমস্যা সমাধানের ফরাক্কা ব্যারেজের ১২০ কিলোমিটার এলাকার নদী অববাহিকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই ফরাক্কা চুক্তি পুনর্নবীকরণের পথে এগুতে তিনি কেন্দ্রের কাছে দাবি জানান। সুমন কাঞ্জিলাল, নির্মল চন্দ্র রায়, উদয়ন গুহ, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। যদিও সুমন কাঞ্জিলালকে তাদের সদস্য হিসেবে বলার সময় দেওয়ার প্রতিবাদে বিজেপি আগেই এই আলোচনা বয়কট করায় তাদের কোন সদস্য প্রস্তাবের উপর আলোচনা অংশ নেন নি। আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।

৩ ইউপিএসসি পড়ুয়ার মৃত্যুতে অ্যাকশনে নামল বুলডোজার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনায় ৩ ইউপিএসসি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। মর্মান্তিক সেই ঘটনার পর দিল্লি জুড়ে অবৈধ কোচিং সেন্টার বন্ধ করার পাশাপাশি এবার বুলডোজার অ্যাকশনে নামল দিল্লি পুরসভা। সোমবার দিল্লির ওল্ড রাজিন্দর নগরে রাস্তার পাশে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা আটকাতে ফুটপাত দখলমুক্ত করে নতুন করে নিকাশি নালা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকে গোটা দিল্লি। পশ্চিম দিল্লির রাজেন্দ্র নগরে 'রাও'স আইএএস স্টাডি সার্কল কোচিং সেন্টার'। সেখানে বহু পড়ুয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। বেসমেন্টে রয়েছে কোচিং সেন্টারের লাইব্রেরি। সেখানেই পড়াশোনা করছিলেন কয়েকজন। দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে, আচমকাই বেসমেন্টে জল ঢুকতে শুরু করলে জলমগ্ন হয়ে পড়েন পড়ুয়ারা। কয়েকজনকে উদ্ধার করা গেলেও শেষপর্যন্ত জলে ডুবে মারা যান তিন পড়ুয়া। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় সরব হয় গোটা দেশ। মেধাবী পড়ুয়াদের এমন মর্মান্তিক পরিণতির জন্য গোটা সিস্টেমকেই দায়ী করেছেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতার কথায়, ' পরিকাঠামোর এমন ধস আসলে সিস্টেমের যৌথ ব্যর্থতা। নিরাপদ ও সুখকর জীবন প্রতিটি নাগরিকের অধিকার এবং সরকারের দায়িত্ব।'

বিতর্ক চরম আকার নিতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বেআইনিভাবে বেসমেন্ট ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৩টি বেসমেন্ট। কোচিং সেন্টারের মালিক ও কো-অর্ডিনেটরের পাশাপাশি মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এমনকি ভিডিওতে দেখা সেই 'থর' গাড়ির চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়। যিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ায় ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙে যায় বেসমেন্টের গেট। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এমসিডির এক আধিকারিক বলেন, এই ঘটনায় ওই বেসমেন্ট মালিকের চূড়ান্ত গাফিলতি প্রকাশ্যে এসেছে। আধিকারিক বলেন, সেদিন যদি নিকাশি গেট খোলা থাকত তাহলে ওই পড়ুয়ারা বেঁচে যেতে পারতেন।

এ প্রসঙ্গে এমসিডির তরফে বলা হয়েছে, বেসমেন্ট মূলত পার্কিং ও গুদামঘর হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে যদি কেউ তা অন্য কাজে ব্যবহার করেন তাহলে নজরদারি চালানো বেশ কঠিন। প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি এবার দিল্লির রাজেন্দ্র নগরে বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিতে বুলডোজার অভিযানে নামল দিল্লি পুরসভা।

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের আইএএস কোটিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকে তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগপ্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন এক পড়ুয়া। রাজেন্দ্রনগর হোক বা মুখার্জি নগর, দিল্লির এই সব জায়গা কোচিং হাব নামে পরিচিত। সেখানে হাজার হাজার পড়ুয়া আসেন প্রতি বছর। সেখানে থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু এই এলাকায় জীবনযাপন একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয় বলে উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিলেন অবিনাশ দুবে নামে এক পড়ুয়া। পাশাপাশি, এই সব এলাকা নিয়ে পুরসভার উদাসীনতাকেও তুলে ধরেছেন তিনি।

বিজেপি বাংলা বিভাজনের পক্ষে নয়, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলগত ভাবে বিজেপি বাংলা ভাগের পক্ষে নয়। জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, বাংলা ভাগ নিয়ে বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থান কী? জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। দলগত ভাবে অবস্থান জানিয়েও দিয়েছেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক। ঘটনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বাংলা ভাগ নিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বিজেপির মন্ত্রী-সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মমতা। বাংলার বিভাজন নিয়ে বিজেপির অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি পরিষ্কার স্ট্যান্ড। আমরা বঙ্গভঙ্গ, বাংলা ভাগ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা আলাদা রাজ্য এ সব চাই না। দলগত ভাবে আমি এটা বলতে পারি। আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট, হিন্দু পলায়ন রুখতে, অবিলম্বে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধরে বের করতে হবে।' উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে জিতে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। আবার গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বিহারের কাটিহার, আরারিয়া, কিষানগঞ্জের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলে দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার দুই বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ ও কাঞ্চন মৈত্র আবার মুর্শিদাবাদ নিয়ে নিশিকান্তের দাবির স্বপক্ষে সওয়াল করায় প্রশ্নের মুখে পড়েন শুভেন্দু।

বাংলা ভাগের চক্রান্ত নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ভাগের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে ফের গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'কেউ আসুক বাংলা ভাগ করতে, দেখা যাবে কার কত দম।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বাংলার দুই জেলা মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ-সহ ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ডাক দিয়েছেন। দুই সাংসদের এই দাবি নিয়ে আবার তোলপাড় শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে বিধানসভায় বলেছেন, 'গণতন্ত্রে জনতাই শেষ কথা। যে সব বিধায়করা বাংলা ভাগ করার কথা বলবে বা বলছে তাঁরা বিধানসভায় আসুক। কার কত ক্ষমতা দেখা যাবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভোট এলেই বিজেপি বাংলা ভাগ করার কথা বলে। গোর্খাদের, জনজাতিদের আলাদা করে দিতে চায় তারা। এমনকি তপসিলি, মতুয়াদের আলাদা করার ভাবনাও নেয় তারা। কিন্তু বাংলার মানুষ ভাগাভাগি চায়না। তাঁর সাফ কথা, বিধানসভাকে এড়িয়ে বাংলা ভাগের কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিধানসভায় আলোচনা চেয়েছেন তিনি। দাবি করেছেন, ভোটাভুটি হোক তখন দেখা যাবে কার কত দম।

গত শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'অসম, ঝাড়খণ্ড, বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত, তা মেনে নেওয়া যায় না।'

বাজেট অধিবেশনে সরকারের চক্রব্যূহকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: এক দশক পর লোকসভায় ফিরেছে বিরোধী দলনেতার পদ। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রকে এক হাত নিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। দুপুর ২টোয় বক্তৃতা শুরু। চলল প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। উঠে এল মহাভারতের প্রসঙ্গ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ। চক্রব্যূহের প্রসঙ্গ। চক্রব্যূহের সামরিক গঠন অনেকটা পদ্ম ফুলের মতো, যে কারণে চক্রব্যূহকে 'পদ্মব্যূহ'-ও বলা হয়ে থাকে। সেই কথা উল্লেখ করেই কেন্দ্রের বিজেপি-শাসিত সরকারকে তুলোধনা রাহুলের। তিনি বলেন, 'হাজার হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রে ছ'জন মিলে অভিমন্যুকে চক্রব্যূহে ফাঁসিয়ে হত্যা করেছিলেন। আমিও একটু পড়াশোনা করে দেখেছি, চক্রব্যূহকে পদ্মব্যূহও বলা হয়। পদ্মের মতো সামরিক গঠনের জন্য।

এর পরই কেন্দ্রকে বিঁধে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছে। তাও আবার পদ্ম ফুলের আকারে। যার প্রতীক প্রধানমন্ত্রী বুকে পরে থাকেন। অভিমন্যুর সঙ্গে যা করা হয়েছিল, যে ভাবে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছিল চক্রব্যূহে, সেটাই দেশের সঙ্গে, দেশের যুব সমাজ, কৃষক, মহিলা এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে করা হচ্ছে।' রাহুলের যুক্তি, মহাভারতের চক্রব্যূহের রাশ ছিল ছ'জনের হাতে- দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও শকুনি। বর্তমান সময়ের যে চক্রব্যূহের কথা রাহুল বলছেন, সেখানেও ছ'জনের হাতে রাশ রয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। রাহুলের মতে সেই ছ'জন হলেন- নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, মোহন ভাগবত, অজিত ডোভাল, আম্বানি ও আদানি। লোকসভায় রাহুল এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানান স্পিকার ওম বিড়লা। বিজেপি শিবির থেকেও হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। স্পিকার রাহুলকে জানান, যাঁরা লোকসভার সদস্য নন, তাঁদের নাম ব্যবহার করা যাবে না। সাংবিধানিক পদে থেকে রাহুল যাতে সংসদীয় রীতি-রেওয়াজ মেনে চলেন, সেই বার্তা দেন স্পিকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

নয়া নির্বাচিত বাংলার বিজেপি সাংসদদের মোদির পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১২ জন সাংসদ পেয়েছে বিজেপি। বাংলার গেরুয়া শিবির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল, তা ছুঁতে পারেনি তারা। তবে ভোট মিটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে পরবর্তী রণকৌশল তৈরির প্রক্রিয়া। আগামিদিনে বাংলার জন্য কী করা যেতে পারে, সে ব্যাপারেই এবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন বাংলার বিজেপি সাংসদরা। সোমবার সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর-সহ ১২ জন সাংসদ দেখা করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। সূত্রের খবর, 'সোমবারের বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের ফল বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ইচ্ছের সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ নয়।' সূত্রের খবর, নরেন্দ্র মোদি এদিন দলের সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলার উন্নয়নের জন্য কী করা যায়, তা জানাতে হবে। এছাড়া নিজেদের এলাকার কী কী উন্নয়ন করা যেতে পারে, সাংসদদের সেই পরিকল্পনা জানাতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪৯ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nasimuddin S/o. Sk. Abdul Kasem ও Sk. Nasimuddin S/o. Lt. A. Kasem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৮/১৯ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২০০ নং এফিডেভিট বলে Sital Das, Shitalprasad Das, Sital Prosad Das ও Sital Prasad Das S/o. Sadananda Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯৩৩ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Roy S/o. Parimal Roy ও Pradip Roy S/o. P. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Saroj Dutta S/o. Tarapada Dutta ও Saraj Dutta, Dutta Saroj S/o. T P Duttz, Tarapada সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার সঠিক নাম **বিপ্লব ঘোষ** ও **জন্ম তারিখ ২০.০৮.১৯৮২**, পিতা:- শ্যামাপদ ঘোষ, আমার ঠিকানা গ্রাম + পোস্ট:- কুচিয়াকোল, থানা:- জয়পুর, জেলা:- বাঁকুড়া। মাধ্যমিকের (W.B.B.S.E) সমস্ত সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম **বিপ্লব সম্রাট ঘোষ** ও **জন্ম তারিখ ২৫.০৪.১৯৮৩** লেখা হয়েছে। আমার **মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: B521-00582 of 97-98(IX), রোল নম্বর: 2661-0398, Exam. Year 2000। Affidavit no: 98AB 437522.**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০ শে জুলাই। মঙ্গলবার। ১৪ ই শ্রাবণ। নবমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আস্তে মিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ মঙ্গলবার ।সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ কথাসাহিত্যিক বিভুতি ভুষন বন্দোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস। দেওঘর শ্রী বড়ো মা র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি অশোক ঘোষ, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Ashak Ghosh হইয়াছে। ২৯.০৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Ashok Ghosh ও Ashak Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৪২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Miraj Ali (old name) S/o. Sk Asgar Ali R/o. Champadanga, Tarakeswar, Hooghly– 712401, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Miraj Ali Molla (new name) S/o. Asgar Ali Molla নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Miraj Ali S/o. Sk Asgar Ali & Miraj Ali Molla S/o. Asgar Ali Molla উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সন্ধান চাই

আতিয়ার মন্ডল, পিতা মৃত মুনসুর আলি মন্ডল, গ্রাম- ঈশ্বরীপুর, পোঃ- চাঁদামারী, থানা- চাকদহ, নদীয়া গত ৭ এপ্রিল ২০২৪ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। কোন সহৃদ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

যোগাযোগ ঃ- 6290278730

হারানো প্রাপ্তি

I, am Soubhik Sarkar read in Meerut University I lost my BA Pass Mark Sheet (Roll No. 1482113298) an 18-07-24, which is GD in Berhampore Police Station (No. 2070). If anybody found please contact M-9563731476.

বিজ্ঞপ্তি

আমি সুজয় দে পিতা ৺হরেকৃষ্ণ দে সাং সাতরাপাড়া, পোঃ- কাটাগঞ্জ থানা কল্যানী জেলা- নদীয়া 741250 পঃবঃ বিগত ইং 29.05.2017 তারিখে কল্যানী এ.ডি.এম.আর অফিসে 8 নং বহির 1330-2017 নং ভল্যুমের 1972 হইতে 1988 নং নকলকৃত 04/149/17। অনুপ চন্দ, সৌমিত্র চন্দ, অসিত চন্দ ও সুরজিৎ চন্দ সকলের পিতা সুনীল কুমার চন্দ দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নামা নিযুক্ত করিয়াছেন। যার তপশীল জেলা নদীয়া কল্যানী ব্লক চাকদহ মৌজা 73 নং গোকুনপুর খতিয়ান 541 দাগ নং 211, 214 ও 217 মোট জমির পরিমান 11 কাটা 08 ছটাক বা 18.975 শতক। তিনটি দাগে মোট 28.875 আমমোক্তার জমির পরিমান।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো উক্ত বর্নিত সম্পত্তি লইয়া আইনগত আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা অদ্য হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে সঠিক আইনগত ব্যবস্থা লইবেন।

বি.এল এন্ড বি.এল.আরও, চাকদহ
9831619169

বিজ্ঞপ্তি

আমি শঙ্কর চক্রবর্তী পিতা ৺যাদব চক্রবর্তী সাং ও পোঃ- কাটাগঞ্জ থানা কল্যানী জেলা- নদীয়া 741250 পঃবঃ বিগত ইং 05.03.2020 তারিখে কল্যানী এ.ডি.এম.আর অফিসে 8 নং বহির 1308-1320 নং ভল্যুমের 991 হইতে 1007 নং নকলকৃত 04/57/2020। ঝর্না দত্ত, সৌম্যজিত দত্ত ও মোনালিসা দত্ত দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নামা নিযুক্ত করিয়াছেন। যার তপশীল জেলা নদীয়া কল্যানী ব্লক চাকদহ মৌজা 73 নং গোকুনপুর খতিয়ান 2376, 2375, 2377 আর এস এল আর 262/1186 সম্পত্তির পরিমান 5 (কাঁটা) বা 8 শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো উক্ত বর্নিত সম্পত্তি লইয়া আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা অদ্য হইতে আগামী 1(এক) মাসের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় সঠিক আইনগত ব্যবস্থা লইবেন।

বি.এল এন্ড বি.এল.আরও, চাকদহ
9831619169

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শুভজিৎ চক্রবর্ত্তী পিতা শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং- লাইব্রেরী রোড পূর্বাংশ, পোস্ট- চুঁচুড়া (আর. এস) থানা – চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিমলা মৌজা জে. এল. ১৬, পিন – ৭১২১০২, গত ইংরাজীর ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে হুগলীর ডি.এস.আর-২ অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০২২৬৭ অফ ২০২৪, সাফ কোবালা বিক্রয় দলিল মূলে সনৎ কুমার গনাই, পিতা ৺গোরাচাঁদ গনাই, শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী দালাল পিতা ৺গোরাচাঁদ গনাই –এর আমমোক্তার শ্রী অনিলকুমার গনাই মহাশয় পিতা ৺গোরাচাঁদ গনাই এবং অনিল কুমার গনাই মহাশয় স্বয়ং–এর হইতে জেলা–হুগলী, থানা– চুঁচড়া, কোদালিয়া আর.এস. ৪৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. দাগ নং ১৭৯০/১৮৫৮ এবং আর. এস. ৬২৬ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. দাগ নং ১৭৮৯/১৮৭৩ যাহা বর্তমান ২৭৩/১ নং এল. আর. খতিয়ানভুক্ত ২০৮৪ নং এল. আর. দাগভুক্ত মোট ৩ (তিন) কাঠা ৩ (তিন ছটাক ৩২ (বত্রিশ) বর্গফুট ভিটি সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিকানা প্রাপ্ত হইয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য স্থানীয় সেটেলমেন্টে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তির জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও মগরা, চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের নামে উক্ত সম্পত্তি হাল সেটেলমেন্টে রেকর্ড হইয়া যাইবে।

অভিরূপ ঘোষ, অ্যাডভোকেট
Judge's Court Hooghly
W. B. 1604 of 2009
Mobile No. 9038527949

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনের উদ্দেশ্যে ঘোষনা করছি যে, আমি বাবলু দেবনাথ, পিতা মৃত অধীর চন্দ্র দেবনাথ সাং শ্রীনাথপুর রোড, কোর্টপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন ৭৪১২০১ জানাচ্ছি যে ২২.০২.২০২৪ তারিখে নং বুক ১, ১৪৮৫/২৪ আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বরুন দেবনাথ, পিতা মৃত অধীর চন্দ্র দেবনাথ সাং শ্রীনাথপুর রোড, কোর্টপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন ৭৪১২০১ কে নিম্ন তপশীল জমি বিক্রয় করিবাব ক্ষমতা প্রাদান করিয়াছি। জেলা নদীয়া, থানা- রানাঘাট, মৌজা ১৫৪ নং সাটিগাছা, খতিয়ান নং : এল.আর.এস ৩২০০, দাগ নং ৪৯৬, পরিমান ৬.৬ শতক। এই বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের এক মাসের মধ্যে রানাঘাট ১ ব্লক ভুমি ও ভুমি সংস্কার আধিকারিক, রানাঘাট, নদীয়া এর কাছে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, আমি শ্রীসুমন চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺শিবব্রত চক্রবর্ত্তী, সাকিম লেনিনপল্লী, পোস্ট- সাহাগঞ্জ থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪। আমার ঠাকুমা শ্রীমতি তরুবালা চক্রবর্ত্তীর নামে রেজিস্ট্রিকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহার নম্বর- ০২২০২, বুক নম্বর- ১, ভলিউম- ২২, পৃষ্ঠা নম্বর- ২৭১-২৭৫, যাহা ১৯৭০ সালে হুগলী DSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল। উক্ত দলিলটি গত ০৯/০৭/২০২৪ তারিখে হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত অরিজিনাল দলিলটি কোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় বন্ধক রাখিয়া কোনো লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোক বদ্ধ নাই। উক্ত বিষয়ে চুঁচুড়া থানায় একটি সাধারণ ডাইয়েরি দায়ের করা হইয়াছে যাহার নম্বর GDE No.-১০৭২ তারিখ- ১৭/০৭/২০২৪।
কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে কাহারও কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।
তারিখ-

বিনীত
শ্রী সুমন চক্রবর্ত্তী
পিতা-৺শিবব্রত চক্রবর্ত্তী
সাকিম- লেনিনপল্লী
পোস্ট- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া
জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪
ফোন নম্বর- ৮৭৭৭০৯৫৫৫১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বড়খেজুরিয়া মৌজায়, মগরা থানা অন্তর্গত এল.আর-৯৯ নং দাগে সম্পত্তি নিয়ে বড়খেজুরিয়া অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়, কৌসর আলি, পিতা- মরহুম সেখ বদ্রুদ্দিন, ঠিকানা- অ্যাডকোনগর, থানা-মগরা, জেলা- হুগলী- এর বিরুদ্ধে চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) প্রথম আদালতে ২০২২ সালের- ৩৫৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা, বড়খেজুরিয়া অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে সোমাই হেমব্রম দীং উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের যৌথভাবে বা একক ভাবে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যৌথভাবে বা একক ভাবে নিজে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা তাহাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে বক্তব্য দাখিল করিবেন। নচেৎ আইনুনাসারে উপরি উক্ত মোকর্দ্দমা শুনানী হইয়া নিস্পত্তি হইবে।

মৌমিতা চ্যাটার্জী
উকিলবাবু স্বাক্ষর

By order of the Court
নির্মল কুমার রায় চৌধুরী
Sherisieder
Civil Judge (Jr. Divn.)
1st Court, Hooghly

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ১. **শেখর জীতেন চক্রবর্ত্তী ওরফে শেখর চক্রবর্ত্তী**, পিতা- জীতেন রজনিকান্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে জীতেন চক্রবর্ত্তী, ২. **সুব্রত দাস**, পিতা – শান্তিরঞ্জন দাস, ৩. **সৌমেন পাল**, পিতা- রথীন পাল, ৪. **অরুন কুমার গুপ্ত**, পিতা- রাম চন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত উহাদের নিকট হইতে বিগত ইং ২৩/১২/২০২১ তারিখে D.S.R-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ১২২৬২ নং আমমোক্তারনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন **স্বপন ভৌমিক**, পিতা – দীনেশ ভৌমিক তাহার পর তিনি অর্থাৎ **স্বপন ভৌমিক** বিগত ইং ২২/০৮/২০২৩ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৭৯৮৬ নং দলিল মূলে ২ কাঠা জমি আমার মক্কেল **সঞ্জয় তালুকদার**, পিতা- সন্তোষ তালুকদার এর কাছে বিক্রয় করেন। আমার মক্কেল **সঞ্জয় তালুকদার** ২ কাঠা জমির বর্তমানে মালিক ও দখলীকার হইতেছে। **উক্ত সম্পত্তির তপশীল:** জেলা – হুগলী, থানা –মগরা, মৌজা –নাকসা, জে.এল. নং- ১৬, এল.আর. দাগ নং –৯৯৪, খতিয়ান নং- ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫ ও ৩৮৬
আমার মক্কেল ক্রয়করা উক্ত সম্পত্তি মালিক ও দখলীকার হইয়া চুঁচুড়া-মগরা ব্লক -এর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the Addl. District Judge (R.D. Court) at-Paschim Medinipore
O.S. 18/22
প্রনতি ব্যানার্জী... বাদী
বনাম
নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী দীং... বিবাদীগন
ধার্য্য দিন: 10.09.2024

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাটনা বাজার (আলোক বিজয়ি ক্লাব) থানা ও পোঃ - মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর সাকিনের অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত **সত্যশংকর গোস্বামী** লিখিয়া দেওয়া গত ইং ৩০.৫.২০ তাং এর সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাওন জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিল বাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

উইলভুক্ত সম্পত্তির বিবরন
(B) Schedule
Bank of India Midnapore Branch- S. B. Pension Account No. 431012100006578. Bangiya Gramin Vikash Bank Midnapore Branch- S.B. Account No. 5361011011497. Bank of India Midnapore Branch- F/D A/C No. 431046010000201 amount of Rs. 1,50,000/-, Bank of India Midnapore Branch F/DA/C No. 431046010000112 amount of Rs. 1,57,112.34/-

ইতি, অনুমত্যানুসারে
Subrata Sen
তাং- 29/07/2024 Bench Clerk,
Addl. Dist. Judge R-D Court
Paschim Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ১. **সুধাংশু সরকার**, পিতা – বিজয় সরকার, ২. **সুকন্ঠ মৃধা**, পিতা – সুবল চন্দ্র মৃধা, ৩. **পবিত্র সরকার**, পিতা- জ্যোতিশ সরকার, ৪. **সুধাংশু মন্ডল**, পিতা- বিনোদ চন্দ্র মন্ডল, ৫. **গুনোসিন্ধু মন্ডল**, ৬. **গোবিন্দ মন্ডল**, ৫ ও ৬ নং এর পিতা- দিব্য চরন মন্ডল, ৭. **মনোজিৎ জোদ্দর**, পিতা- সুধীর জোদ্দার উহাদের নিকট হইতে বিগত ইং ০৫/০১/২০২৩ তারিখে D.S.R-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৩৭নং আমমোক্তারনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন **হিমাংশু সরকার**, পিতা – বিজয় সরকার তাহার পর তিনি অর্থাৎ হিমাংশু সরকার বিগত ইং ২৬/০৭/২০২৩ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৭০৯৫ নং দলিল মূলে ৩১ শতক জমির **গনেশ চন্দ্র পাল**, পিতা- কালা চাঁদ পাল এর কাছে বিক্রয় করেন। তিনি অর্থাৎ **গনেশ চন্দ্র পাল** ওই ৩১ শতক জমির মালিক ও দখলীকার হইয়া আমার মক্কেলদের আলাদা আলাদা সাফ বিক্রয় কোবলা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করেন, ১. বিগত ইং ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৩১৪৭ নং দলিল মূলে **মুকেশ মাহাতো, রাজা মাহাতো**, উভয়ের পিতা – বালেশ্বর মাহাতো,ও **রাজেশ কুমার চৌহান**, পিতা- কৃষ্ণা চৌহান, এদের একটি দলিলে তিনজনকে ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করে **২.** বিগত ইং ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৩১৪৬ নং দলিল মূলে **শ্যাম বাবু মাহাতো**, পিতা – অযোধ্যা লাল মাহাতো,ও **দিলীপ কুমার**, পিতা- আকলু মাহাতো, এদের একটি দলিলে দুইজনকে ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করে ৩. বিগত ইং ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৩১৪৯ নং দলিল মূলে **মৃত্যুঞ্জয় কুমার মিশ্রা**, পিতা – রাজগৃহী মিশ্রা, একাকে এই দলিলে ১৫.৯৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করে। **উক্ত সম্পত্তির তপশীল:** জেলা – হুগলী, থানা – পোলবা, মৌজা – ডালিম্বা, জে.এল. নং- ১৯, এল.আর. দাগ নং – ২৪২, খতিয়ান নং- ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬,১১৩৭,১১৩৮,১১৩৯,১১৪০,১১৪১
আমার মক্কেলরা ক্রয়করা উক্ত সম্পত্তি মালিক ও দখলীকার হইয়া পোলবা - দাদপুর ব্লক -এর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে নিজ নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Gift in respect of First Floor measuring about an area of 688 Sq. ft. of the building 2/3rd Share of the said entire First floor measuring about 1032 Sq. ft. of the entire two storied building with a proportionate share measuring an area of 564 Sq. ft. out of 847 Sq. ft. which is 1/2 share of total area of land measuring 2 Cottah 5 Chittak 29 Sq. Ft. lying at Mouza- Chandanpukur, J.L. No. 2, Re. Su. No.- 15, Touzi No.- 340, comprised in R.S. Dag No. 1449/1898, under R.S. Khatian No.- 1289, C.S. Khatian No.- 503, situated at Holding 6 (28/A), Shibtala Road, P.O.- Nonachandanpukur, Ward No.- 3, Police Station- Titagarh, within Barrackpore Municipality under jurisdiction of A.D.S.R. Barrackpore, District: North 24 Parganas. Said Deed of Gift, dated 24-10-2008, was duly registered in the office of A.D.S.R. Barrackpore, recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 33, Pages from 2808 to 2824, Being No.- **09855** for the year **2008**, said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 680** was lodged on **26-07-2024** with Barrackpore Police Station by my client **INDRANIL CHOWDHURY**. The said deed was not mortgaged before any bank and wish to offer for sale of the said property and said property shall be mortgage for a loan facility. If anybody get the said deed or having any claim, should lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RITU HELA (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9748856804

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরমের তীব্র দাবদাহে অতিষ্ট রাজ্যবাসী। সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হলেও, গরম কমেনি এতটুকুও। এবার অবশেষে স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার সকালে দু'এক পসলা বৃষ্টি হলেও, দুপুরে অস্বস্তি বজায় থাকে।

তবে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে। 'ওয়াইড স্প্রেইড রেইন' চলবে দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে। প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এরপর মঙ্গলবার থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সপ্তাহের মাঝামাঝি বৃষ্টি বাড়তে পারে কলকাতাতেও। আপাতত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৫ সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৮ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ২.০ মিলিমিটার।

মেট্রো সিনেমার ভবনে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে চলছে কাজ

হাওড়া-আমতা রুটে ওভারহেড তারে গাছের ডাল পড়ে ফের যাত্রী-ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সপ্তাহের প্রথম দিনেই বিপত্তি। হাওড়া-আমতা রুটে দীর্ঘক্ষনের জন্য বন্ধ হয় ট্রেন চলাচল! ফলত বাড়ি ফিরতে চরম ভোগান্তি যাত্রীদের। আর ঘটনার জেরেই মুখ থুবড়ে পড়ে ওই রুটে লোকাল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল। সোমবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-আমতা শাখায় বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বড়গাছিয়া স্টেশনে কাছে রেলের ওভারহেড তারে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বিপত্তি ঘটে। তার জেরেই থমকে যায় ট্রেন। আপ লাইনের একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে এমন ঘটনায় প্রবল সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। যদিও দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ জানান যে এই ঘটনার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। রেলের টাওয়ার ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ইঞ্জিনিয়াররা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। যত দ্রুত সম্ভব ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এরপর দীর্ঘক্ষনের প্রচেষ্টায় ওই লাইনে ফের ট্রেন পরিষেবা চালু হয়।

আলু পটলের অত্যাধিক দামের জন্য এলিট সিনেমা সামনে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস।

বাজেট অধিবেশনে সরকারের চক্রব্যূহকে বিঁধলেন রাহুল

প্রথম পাতার পর

এর পর অবশ্য আম্বানি, আদানি ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তবে বাকি তিনটি নামের ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকেন রাহুল। এই চক্রব্যূহের কারণে দেশবাসীর কী সমস্যা হয়েছে, সে কথাও তুলে ধরেন রাহুল। বিরোধী দলনেতার দাবি, যাঁরা ছোট ছোট ব্যবসা করেন, তাঁদের উপর এই চক্রব্যূহের প্রথম কোপ পড়েছে। নোট বাতিল থেকে শুরু করে পণ্য ও পরিষেবা কর এবং 'কর-সন্ত্রাস'-এর কথা উঠে আসে রাহুলের সোমবারের বক্তৃতায়। তিনি বলেন, 'দেশে যাঁরা ছোট ছোট ব্যবসা করেন, রাতে তাঁদের কাছে আয়কর দপ্তর, পণ্য ও পরিষেবা কর দপ্তর থেকে ফোন যায়। তাঁরা কর-সন্ত্রাসের শিকার হন। এই কর-সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য বাজেটে কোনও উল্লেখ নেই।' লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতে, বর্তমান কালের এই চক্রব্যূহের নেপথ্য তিনটি শক্তি কাজ করছে। রাহুলের কথায় প্রথম শক্তি হল, 'পুঁজির উপর একচেটিয়া অধিকারের ভাবনা, যেখানে গোটা দেশের সম্পত্তির উপর দু'জনের অধিকার থাকে।' সরাসরি কারও নাম না করলেও রাহুলের খোঁচা যে দুই শিল্পগোষ্ঠীর দিকেই ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়া রাহুলের যুক্তিতে, দ্বিতীয় শক্তি হল সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তরের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং তৃতীয় শক্তি হল রাজনৈতিক নেতারা। এই তিন শক্তিই চক্রব্যূহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বলে আক্রমণ শানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৩০ জুলাই ২০২৪ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

বাংলাদেশ হাইকমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে লাগাতার ভারত বিরোধী স্লোগান, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অপমানের অভিযোগে বাংলাদেশ হাই কমিশনারের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। তাঁর পেশ করা ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি। সূত্রে খবর, সোমবার বিকেলে কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির প্রতিনিধি দল।

এদিন বাংলাদেশে ওঠা ভারত বিরোধী স্লোগানের কপি ও ভিডিও বাংলাদেশ হাই কমিশনারের হাতে তুলে দেন শুভেন্দু অধিকারী। এর পর তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথা নেই। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নই। যারা রোহিঙ্গাদের বলে সিএএ হবে না, আমার দরজা খোলা আপনাদের জন্য। ভারত বিরোধী স্লোগানের মন্তব্য নিয়ে আমরা জানিয়েছি। ভারত আমাদের মা। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করলে আমরা বরদাস্ত করব না।' ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানান তিনি।

অভিযোগ, আগে থেকে অনুমতি নেওয়া ছিল। তা সত্ত্বেও এদিন রাজ্য পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী এদিন এও বলেন, 'আমরা গত শনিবার জানিয়েছি হাই কমিশনারের কাছে আসার কথা। আমাদের কাছে লিখিত অনুমতি পত্র আছে। বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে। আইনের মধ্যে দাঁড়িয়েই ওদের শিক্ষা দেব। দিনের পর দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ অসভ্যতামি করছে। এটা মেনে নেওয়া হবে না।'

সুমন কাঞ্জিলালকে বিজেপি বিধায়ক হিসেবে দেখানোয় তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরেও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক নাম কেন বিজেপির বক্তা তালিকায়? এই প্রশ্নে সোমবার উত্তাল হল বিধানসভার অধিবেশন। সুমন কাঞ্জিলালকে তাদের সদস্য হিসাবে বলার সময় দেওয়ায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে বিধানসভার অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে বিজেপি। উত্তরবঙ্গের বন্যা সমস্যা নিরসনে ভুটানের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশন গড়ার প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় দ্বিতীয় দফার আলোচনা হয়। শুরুতেই বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ এই বিষয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুমন কাঞ্জিলালের নাম তাঁদের বক্তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। অধ্যক্ষ সেই দাবি না মানায় বিজেপি সদস্যরা স্লোগান দিতে দিতে কক্ষ ত্যাগ করেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষপাতদুষ্ট বলে তাদের অভিযোগ। যদিও উত্তরবঙ্গের সংকটের কথা বলতে

বাধা দেওয়ায় বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন সুমন কাঞ্জিলাল।

সোমবার বিধানসভায় প্রথমার্ধ ছিল নীতি আয়োগ ইস্যুতে উত্তাল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনার শুরুতেই সুমন কাঞ্জিলালের বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। সুমন কাঞ্জিলালের নাম তাঁদের বক্তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যেই সুমন কাঞ্জিলাল দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। অথচ বিধানসভার মধ্যে তাঁকে বিজেপি বিধায়ক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়। আমাদের তরফ থেকে তাঁর নাম বক্তা তালিকায় না-দেওয়া হলেও তিনি ভুটান পাহাড় থেকে আসা নদীগুলোর পর্যবেক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আনা প্রস্তাবে বক্তা হলেন।'

কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, 'সুমন কাঞ্জিলাল ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এই প্রস্তাবে বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। এক্ষেত্রে আমি তাকে অনুমোদন দিয়েছি। অতএব তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন।' অধ্যক্ষ আরও বলেন, স্বঃপ্রে প্রস্তাবের প্রস্তাবকের তালিকাতেই সুমন কাঞ্জিলালের নাম ছিল। অতএব এই প্রস্তাবে তিনি যে বলবেন, তা সকলেরই জানা ছিল। আগের দিন বক্তব্য রাখার পর, আজকে এই বিষয়টি নিয়ে বিরোধিতা অর্থহীন।'

তবে অধ্যক্ষের কথা মানতে চাননি বিজেপি বিধায়করা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন যে, 'বিজেপি পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে তো সুমন কাঞ্জিলালের নাম দেওয়া হয়নি। অধ্যক্ষ যেভাবে বিধানসভা চালাচ্ছেন তা অসংসদীয়। এই ধরনের রাজনৈতিক দ্বিচারিতা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। তাই এই আলোচনা বয়কট করল বিজেপি।'

এরপর বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে দিতে বিধানসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে সুমন কাঞ্জিলাল বলেন যে, 'ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্যায় ভুগছেন, আজ বিধানসভায় সেই কথা বলতে বাধা দেওয়া হয় এবং এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সাংবিধানিক জটিলতা দেখিয়ে যে সেই কথা বলতে না দেওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের।' তাহলে তিনি কি বর্তমানে বিজেপিতে নাকি তৃণমূলের বিধায়ক? এই প্রশ্নের জবাবে সুমন বলেন, 'আমি মানুষের দলে আছি। আজ আমি ডুয়ার্সের যে অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে সেটা নিয়েই বলেছি। সেটায় বাধা দেওয়া হয়। এর থেকে পরিষ্কার যে, উত্তরবঙ্গ ভাগকেই তাহলে বিজেপি সমর্থন করছে।'

বোর্ডের হাতে বিপুল টেট সার্টিফিকেট কপি হস্তান্তরের নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৪-র প্রাথমিক টেট নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। সঙ্গে রয়েছে সার্টিফিকেট নিয়ে জটিলতাও। এবার এই সংক্রান্ত মামলায় কড়া নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সোমবারের শুনানিতে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে নির্দেশ দেওয়া হয়, ডেটার ওয়ার্কিং কপি বোর্ডকে দিতে হবে অবিলম্বে। সেই ওয়ার্কিং কপি দেখে বোর্ড মামলাকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে। আগামী ১৩ অগাস্টের মধ্যে সার্টিফিকেট মামলাকারীদের দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কারণ, সিবিআই-এর হাতে তথ্য থাকায় সার্টিফিকেট দেওয়া যায়নি বলে দাবি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পাশ করার পরও শংসাপত্র না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন চাকরি প্রার্থীরা। এরপরই বোর্ডের হাতে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার টেট সার্টিফিকেট কপি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দ্রুত সার্টিফিকেট বোর্ডের হাতে হস্তান্তর করবে সিবিআই। সেখান থেকে বেছে মামলাকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে বোর্ড।

এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জানতে চান, এরা পাশ করেছে, আর বোর্ডের কাছে তথ্য নেই কেন। এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'বোর্ড কী করে বুঝতে পারছে যে এরাই সেই পরীক্ষার্থী?' এদিকে আগের শুনানিতে বোর্ড বলেছিল, ইন্সট্রাকশন নিয়ে এসে জানানো হবে।

রাস্তার বেহাল অবস্থা ঠিক করতে কলকাতা পুলিশের চিঠি মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ-ছ'মাস অন্তর রাস্তায় দেওয়া হয় পিচের প্রলেপ। আর এই প্রলেপ দিতে গত ন'মাসে পুর কোষাগার থেকে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিচের আস্তরন এতটাই নিম্নমানের, সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে তা সম্পূর্ণ ধুয়ে গিয়েছে। ফলে কলকাতা পুলিশের তরফে কলকাতার মেয়রকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, বেহাল রাস্তাগুলো যেন দ্রুত মেরামত করা হয়। আর এই ঘটনায় কার্যত অস্বস্তিতে কলকাতা পুরসভা।

উল্লেখ্য, শহরের এক একটা রাস্তার হাল কার্যতই বেহাল। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়তে না পড়তেই ভ্যানিশ। বর্ষাকালে তাতে জল জমে মানুষের বিপদ বাড়ে। বেহালা থেকে বালিগঞ্জ, বাইপাস থেকে ব্রেসব্রিজ, দুর্ভোগের ছবিটা সর্বত্র এক। পথচারীদের অভিযোগ, শহরের রাস্তায় পিচের প্রলেপ দিতে যদি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে, তাহলে তা আসলে জলেই দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা পুরসভার তথ্য বলছে, এক একটি লরিতে ২০ থেকে ৩০ টন পিচ আসে। প্রতি টন পিছু গাড়িগুলি ভাড়া নেয় ৭,৫০০ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা। ফলে এ প্রশ্নও উঠছে যে, ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট নিষিদ্ধ হওয়ায় এভাবে তড়িঘড়ি কাজ করতে গিয়ে নিম্নমানের উপাদানের পিচের প্রলেপ কলকাতা পুরসভা দিচ্ছে কি না তা নিয়েও।

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কলকাতার রাস্তার ক্ষেত্রে তো নির্মাণ সামগ্রীর মান সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্যাচের কাজের ক্ষেত্রে যে বিটুমিনাস মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, তা যদি হট মিক্স হয়, তার তাপমাত্রা একটা বড় ব্যাপার। তাতে গোলমাল মানেই সমস্যা হবে। আর কলকাতায় যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি জল জমে যায়, রাস্তার নিচে জলস্তরও খুব কাছে থাকে, তাই জলসংক্রান্ত রাস্তার যে ক্ষতি সেটাও কলকাতার রাস্তা মেরামতের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'সবসময়ই সচেতন থাকি আমরা। আমাদের ডিজি সবসময় নজর রাখছেন।' আর এই ঘটনায় কলকাতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ শাসকদলকে বিদ্ধ করে জানান, 'নিম্নমানের জিনিস দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তাই এই দশা। ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশের তরফে মেয়রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বেহালের রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের জন্য। শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়ছে এই বড় বড় গর্তের জন্য।'

পুরনিয়োগে এবার সিবিআই-এর স্ক্যানারে এক আমলাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিয়োগ নিয়ে অতি তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার এক আইএএস অফিসারের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ সিবিআইয়ের। সিবিআই সূত্রে খবর, তাদের স্ক্যানারে ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ বা ডিএলবি-এর ডিরেক্টর জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাও।

এদিকে ইতিমধ্যেই আমলা জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ইডি তরফে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চলে। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরাও দেন তিনি। একইসঙ্গে এবার সিবিআইয়ের স্ক্যানারেও এই আমলা।

সিবিআই সূত্রে খবর, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ২৯ জনের নিয়োগে প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের আগে একদিনের মধ্যে নিয়োগে অনুমোদন করিয়েছিলেন এই আইএএস। ২০২০ সালের ১৪ মে, যখন ভরা কোভিডকাল, তিন টেবিল ঘুরিয়ে একইদিনে ২৯ জনের নিয়োগে অনুমোদন দেন তৎকালীন ডিএলবি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি কোভিডের সময়ে 'স্পেশ্যাল কেস' বলে নোট দিয়ে ফাইল পাশ করানোর অভিযোগও উঠেছে। ডিএলবি দফতরের এক কর্মী এই ধরনের নিয়োগে প্রশ্ন তোলার পরও তা নিয়ে খুব একটা নাড়াঘাটা হয়নি বলেও অভিযোগ। একদিনের মধ্যে অনুমোদন দিয়ে সেই চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয় দক্ষিণ দমদম পুরসভায়। পরদিন ১৫ মে তাঁদের নিয়োগের অর্ডারে সই করেন পাঁচু রায় এমনটাই জানা যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী কোনও পুরসভায় জয়েনিং অর্ডার দেওয়ার আগে ডিএলবি-র অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ডিএলবি অনুমোদন দিলেই প্রার্থীদের নিয়োগ করতে পারে পুরসভা। চার্জশিটের ২৬ ও ৩০ নম্বর পাতায় এরকম বিস্ফোরক অভিযোগ আনা হয়েছে। চার্জশিটে সিবিআই ডিএলবি ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার মিলিত 'ষড়যন্ত্র' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

সালিশি সভার নামে পার্টি অফিসে মারধর রাজারহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সালিশি সভার নামে যুবককে পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল রাজারহাটের ভাটিন্ডায়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় বিষ্ণুপুর-১ গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য রক্তিম কর ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। যদিও রক্তিম করের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা। অভিযোগকারী বিজেপি করেন। তাই তাঁকে অপদস্থ করতে এসব বলছেন।

অভিযোগ, অভিযুক্ত রক্তিম রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। তিনি আবার রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর করের ভাইপো হিসেবে পরিচিত। সূত্রে খবর, একটি বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা কর্মরত ছিলেন আক্রান্ত ব্যক্তি। ঋণ প্রদানের কাজে অনির্বান সরকার নামে রাজারহাট দেয়াড়ার বাসিন্দার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। অনির্বাণের সাহায্যে এক 'ক্লায়েন্ট'-কে ঋণ পাইয়ে দেয়। সেই কাজের কমিশনের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদ। যার মীমাংসার কাজে রক্তিমের ভাতিন্ডার গ্যাস গোডাউনের কাছের দলীয় কার্যালয়ে বসে সালিশি সভা। গত শনিবার সন্ধ্যায় বসে বিচারসভা।

সেখানে বাইক বাহিনী ওই যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগকারী যুবকের কথায়, 'আমাদের পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আমাকে ফোন করেন। এরপর বাইকে তিনজন যুবক এসে হাজির হন আমার বাড়িতে। আমাকে কার্যত তুলে নিয়ে গিয়ে সালিশি সভার নামে বেধড়ক মারে। তাও একজন নাকি অভিযোগ করেছেন, তার ভিত্তিতে। এখানকারও নয় তিনি।' একইসঙ্গে অভিযোগকারী এও জানান, তাঁকে বলা হয় যে তাঁরই নামে একজন অভিযোগ করেছে। কালীঘাট থেকে আমার উপর চাপ আসছে। এরপর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তা ফরম্যাট করে দেওয়া হয়। সঙ্গে চলে হাতে মুখে পেটে মার। মাথা ধরে দেওয়ালে ঠুকে দেওয়াও হয়। এরপরই অভিযোগকারী দাবি করেন, যেন রক্তিম করের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়।

এদিকে রক্তিম করের বক্তব্য, 'একজনকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। একটা চিটিংবাজি করেছেন উনি এক বছর ধরে। যাঁদের সঙ্গে চিটিংবাজি করেছেন তাঁরা এসেছিলেন, কথা বলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেসব রেকর্ডিং করছিল বলে ফোন ফরম্যাট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মারধর কেন করা হবে? ছেলেটি আসলে বিজেপি করে। আমাকে হেনস্থা করতে এসব বলেছে।'

এদিকে রাজারহাট পাঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর কর বলেন, 'আত্মীয় বলে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না দল। অন্যায় হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলব পুলিশকে।'

সিঁথিতে বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঁথিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ। এই ঘটনায় নাম জড়াল তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ভোটের ফল বেরোনোর পরও সিঁথির ওই বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর দাবি, থানায় অভিযোগ করেছিলেন বলে রবিবার রাতে সিঁথির বিশ্বনাথ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে ফের মারধর করা হয়। এমনও অভিযোগ, শান্তনু সেনের অনুগামীরা আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যন্ত হতে দেননি। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিজেপি নেতৃত্ব দলীয় কর্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এর পাশাপাশি আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সন্দীপ ভৌমিক এও জানান, ভোটের অশান্তিকে কেন্দ্র করে সিঁথি থানায় শান্তনু সেনের অনুগামী কল্লোল মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন তিনি। আর এই অভিযোগ ছিল, ভোটের ফল প্রকাশের পর শান্তনু সেনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে তাঁকে মারধরের ঘটনায়। সিঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর রবিবার রাতে ফের আক্রান্ত হন তিনি।

এই মারধরের জেরে গুরুতর চোট পেয়ে আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য গেলে সেখানেও প্রভাব খাটিয়ে শান্তনু সেনের অনুগামীরা জখম বিজেপি কর্মীর চিকিৎসা হতে দেননি বলেও অভিযোগ। এরপর সোমবার দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জখম বিজেপি কর্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বিজেপি নেতৃত্ব। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জখম কর্মীকে দেখতে গিয়ে উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, পাড়ায় পাড়ায় জয়ন্ত সিংদের দাপট যে অব্যাহত এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

এদিকে এই ঘটনায় শান্তনু সেন জানান, 'কোন সন্দীপের কথা বলছেন আমি জানি না, একজন সন্দীপকে চিনি যার ডাক নাম পাপাই। আগে সে তৃণমূল করত, তার বাবা আজও তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। সম্প্রতি ছেলেটি একটি চুল্লুখোড়, মদখোড়, পাতাখোড় নেশাখোড় হয়েছে। সেই সন্দীপের কথা বললে সিঁথি থানায় গেলে জানা যাবে, বিভিন্ন অসামাজিক কাজের জন্য কতবার লকআপে ঢুকেছে। তাকে যদি বিজেপি নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে তাহলে বিজেপির রাজনৈতিক দৈন্যদশা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে বোঝা যাচ্ছে।'

আলু-পেঁয়াজের দাম বেঁধে দিল টাস্ক ফোর্স, হতবাক ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাসখানেক ধরে আলুর দামে ছ্যাঁকা লাগছে ক্রেতাদের হাতে। বাজারে গেলেই প্রায় পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে শুধু আলু-পেঁয়াজ কিনতেই। পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে শাক-সবজিরও। এই দাম বৃদ্ধির ঘটনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কড়া বার্তা দিতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, অবিলম্বে দাম নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তাই নিতে হবে। এরপর থেকে প্রতিনিয়ত বাজারগুলিতে ঘুরছে টাস্ক ফোর্স। দাম নিয়ন্ত্রণ কোনওভাবেই না আসায় সোমবার টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা বাজারে গিয়ে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য ঠিক করে দিলেন। ফলে, বাজারে ক্রেতার কাছ থেকে দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে কি না, সেটা এবার স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সোমবার সকালে কলকাতার একাধিক বাজারে ফের হানা দিয়েছিল টাস্ক ফোর্স। যাঁরা দাম বেশি নিচ্ছেন, সেই সব ব্যবসায়ীদের ধমক দিতেও দেখা গেল প্রতিনিধিদের। একদিকে যেমন আলুর দাম কমছে বলে জানানো হয়েছে, সেইসঙ্গে পেঁয়াজের বর্ধিত মূল্যেও সিলমোহর দিয়েছে টাস্ক ফোর্স।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ২ মাস ধরে পেঁয়াজের দামের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে সাধারণ ক্রেতাদের। কলকাতার বাজারগুলোতে ৫০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। তবে টাস্ক ফোর্স বলছে, পেঁয়াজের দাম ৪৫ টাকাই ঠিক। যে পেঁয়াজ দু'মাস আগেও ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল সেটা এক লাফে বেড়ে ৪৫ টাকা হয়ে গিয়েছে। প্রায় ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যাওয়াটা নাকি স্বাভাবিক। এমনই বলছেন টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ কোলে। সাধারণ মানুষ বারবার অভিযোগ করেছেন বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য টাস্ক ফোর্স বা সরকারি নজরদারি প্রয়োজন। সেখানে বাজারে নজরদারি করে দাম কমানোর পরিবর্তে বর্ধিত দামে কেন সিলমোহর দেওয়া হল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। টাস্ক ফোর্সের এই ধরনের হস্তক্ষেপে হতবাক সাধারণ ক্রেতারা। পেঁয়াজের খুচরো ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পাইকারি বাজার থেকে তাদের বেশি দামে কিনে আনতে হচ্ছে পেঁয়াজ। পরিবহন খরচ রয়েছে, পাশাপাশি পচা পেঁয়াজ বাদ দিতে হচ্ছে। অল্প লাভ রেখেই বিক্রি করতে হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। সাধারণ ক্রেতারা মনে করছেন পেঁয়াজের দাম ৪৫ হওয়া ঠিক নয়, দু'মাসের মধ্যে পেঁয়াজের দাম এভাবে একলাফে ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যাওয়াটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়।

অন্যদিকে কলকাতার বাজারগুলোতে জ্যোতি আলু ৩০ থেকে ৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজার ঘুরে আলুর দাম ৩০ টাকা বেঁধে দিচ্ছে টাস্ক ফোর্স। তাদের দাবি, যারা বেশি দামে আলু বিক্রি করছে তাদের ৩০ টাকা কেজি দরেই আলু বিক্রির কথা বলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোলে জানিয়েছেন, সোমবার থেকে বাজারে অনেক আলু ঢুকেছে, ফলে আর দাম বেশি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। টাস্ক ফোর্স আলুর দাম বেঁধে দিলেও মঙ্গলবার থেকে আলু কী দামে বিক্রি হয়, সরকারি নির্দেশ মানা হয় কি না এখন সেটাই দেখার।

এইচআইভি আক্রান্তের চিকিৎসা হবে এসএসকেএমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এইচআইভি ধরা পড়তেই অমিল চিকিৎসা এমনই অভিযোগ উঠল এসএসকেএম-এর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে নড়েচড়ে বসল এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। এসএসকেএমের সুপার জানিয়ে দেন, 'হাসপাতালেই ওই যুবকের চিকিৎসা করানো হবে'। তবে তাঁর দাবি, 'ওই যুবক যে এইচআইভি আক্রান্ত, সেকথা গোপন করেছিলেন পরিবারের লোকেরা। যদি জানাতেন, তাহলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে চিকিৎসা করা হতো।'

জানা গিয়েছে, কলকাতারই নিউ আলিপুরের বাসিন্দা ওই যুবক। পেশায় তিনি গাড়ির চালক। তারাতলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন গত সপ্তাহে। রাস্তায় বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ওই যুবক। হাত-পা ভেঙে যায়। তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ারে। শারীরিক অবস্থায় এতটাই গুরুতর যে, অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। আর তারপরেই ঘটে বিপত্তি।

পরিবারের লোকেদের দাবি, অস্ত্রোপচারের আগে রক্ত পরীক্ষায় এইচআইভি পজিটিভি ধরা পড়ে ওই যুবকের। এরপর চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার তো দূর, রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ওই যুবকের বাবা জানাচ্ছেন, '২১ জুলাই রোগীকে ভর্তি করা হয়। ২২ জুলাই বলছে রক্ত লাগবে। একটা বোতল এনে দিয়েছি। ২৪ জুলাই বলা হচ্ছে, আমাদের রোগীর এই সমস্যা। আমার ছেলের আগে থেকে কোনও সমস্যা ছিল না। হতে পারে, এই রক্ত থেকে। এখন ডাক্তার বলছে, আমি রাখতে পারব না, কোনও চিকিৎসা করতে পারব না। বের করে দেব।' তবে এই ঘটনায় এসএসকেএম-এর সুপার জানান, 'হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার পরই জানা যায়, ওই যুবক এইটআইভি আক্রান্ত। তবে এইচআইভি যদি থেকে থাকে, তাহলেও এভাবে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার কথা নয়।' এদিকে আবার রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণে দুই ইন্টার্ন-সহ মোট পাঁচ জন চিকিৎসকের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা। এই পাঁচ চিকিৎসককে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল অ্যাক্সিস বা পেপ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এইচআইভি আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সবসময়ই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। চিকিৎসায় সম্মানরক্ষার যে অধিকার, তা বজায় রাখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রোগীর সহযোগিতাও কাম্য বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তা না হলে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিপদ ডেকে আনা হবে। পাশাপাশি তাঁরা যাঁদের চিকিৎসা করবেন, সেই সমস্ত রোগীরও বিপদ ডেকে আনার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

পুরোহিতকে মেরে লুঠপাট নাদিয়ালের মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় পুরোহিতকে বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে হাত-পা-মুখ বেঁধে মন্দিরে ডাকাতির অভিযোগ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, কলকাতা কর্পোরেশনের ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের নাদিয়াল থানার অন্তর্গত কাঞ্চনতলা শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে। খোয়া গিয়েছে কয়েক ভরি সোনা ও রুপোর গয়না।

মন্দিরের পুরোহিতের অভিযোগ, রবিবার রাতে মন্দিরের গ্রিল কেটে প্রথমে একজন মন্দিরে প্রবেশ করে। তারপর তাঁকে দিয়ে বলপূর্বক গেটের চাবি খুলিয়ে আরও তিনজন প্রবেশ করে। এরপর পুরোহিতকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁর মুখ এবং হাত বেঁধে বন্দুকের বাট দিয়ে মারধর করা হয়। তারপরই মন্দিরের ঠাকুরের সোনা, রুপোর গয়না সহ প্রণামী বাক্স ভেঙে চলে লুটপাট। লুটপাট চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তারপর পুরোহিত মন্দির ভিতর থেকে চিৎকার করতে থাকে। পিছনে থাকা একটি বাড়ির বাসিন্দা চিৎকারের শধ শুনে ছুটে আসে। তারপর পুরোহিতকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় নাদিয়াল থানার পুলিশকে।

আনুমানিক রুপোর গয়না ১২ ভরি এবং সোনার গয়না ৩ ভরির মত খোয়া গিয়েছে। প্রায় ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকা নগদও চুরি হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত পুরোহিত সহ মন্দির কমিটির লোকজন ও এলাকাবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দিরের পিছনে থাকা একটি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং লাইট ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। ৩০ বছর ধরেই মন্দিরে পুজো করছেন ওই পুরোহিত। তাঁর ভাইও থাকতেন মন্দিরের পিছনে একটি বাড়িতে। পুরোহিতের ভাই শনিবার সকালে পুজো করে চলে যান। ভাইয়ের মেয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি বর্তমানে নেই। সিসিটিভি ক্যামেরা গুলি লাগানো হয়েছিল নাদিয়াল থানার তরফ থেকে। গোটা বিষয়ে তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি পুরোহিতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

খুনের মামলায় ৫ অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় পাঁচ অভিযুক্তের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের আবহে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়ার। পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়। মামলায় অভিযুক্ত পাঁচজনের আগাম জামিনের আবেদন করা হয় আদালতে। সেই আবেদন খারিজ করে দিল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। গত বছর মে মাসের ঘটনা। পঞ্চায়েত ভোটের আবহে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়্যাকে খুনের অভিযোগ ওঠে। ময়নার গোড়ামহল গ্রামে বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে।

EKDIN 30.07.2024 PAGE 4_Layout 1 7/29/2024 4:18 AM Page 1

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জরুরি হল সকলের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

একাধিক মরশুমে রক্তচক্ষু দেখায় মশাবাহিত রোগগুলি। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনসেফেলাইটিস প্রভৃতি জীবনঘাতী হয়ে উঠে জানিয়ে দেয়, তাদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া কখনওই সম্ভব নয়। এই যেমন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুটি স্বাস্থ্য জেলা এবং একটি সাধারণ জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তরও। চিন্তার ভাঁজ বেশ চওড়া হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় মশাবাহিত রোগনির্ণয়ের প্রাথমিক এনএস-১ পরীক্ষা চালায় বিপুল সংখ্যায়। এর সঙ্গে আইজিজি এবং আইজিএম টেস্টের হিসেব যোগ করলে সংখ্যাটি আরও বেশি। উত্তর শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল বারাকপুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিবারই বেশি হয়। বারাকপুর মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলে দক্ষিণ দমদম পুরসভা। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাকে সতর্ক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয় পুরদপ্তরের অধীন সংস্থা সুডা। সব মিলিয়ে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জরুরি হয়ে পড়েছে সকলের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। কারণ, এই ধরনের বিপদ কারও একার দ্বারা মোকাবিলা সম্ভব নয়। সবার আগে মশার আঁতুড়ঘরগুলি ভাঙা প্রয়োজন। তারপরও তৈরি রাখা দরকার চিকিৎসার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। উপসর্গ দেখা দিলে নির্দিষ্ট রোগ-পরীক্ষা থেকে কেউ যেন বাদ না পড়ে। সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে কোনও রোগী যেন প্রত্যাখ্যাত না-হয়। এটা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যেকোনও মূল্যে রুখতে হবে মানুষের মৃত্যু। বর্ষার জল সবে জমতে শুরু করেছে শহর এবং গ্রামে। তাই এখন থেকেই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি তবে আমরা নিশ্চয়ই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হতে পারব।

আনন্দকথা

উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণপার্শ্বে ও পশ্চিমপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সোনু নিগম

১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মন্দাকিনীর জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সোনু সুদের জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সোনু নিগমের জন্মদিন।*

আজ আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস

মানবপাচার রুখতে সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকেই

হীরক কর

আজ ৩০ শে জুলাই। আজ, আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস। ২০১৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রতি বছর এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে বলা হয় যে, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের অধিকারগুলোর প্রচার ও সুরক্ষার লক্ষ্যে এমন একটি দিবসের প্রয়োজন । ২০২৪শে আজকের দিনটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'অত্যাচারিতের কণ্ঠস্বর আমাদের পথ দেখায়।'

রাষ্ট্রসংঘ এই বিষয়ে একটি সংজ্ঞা দিয়েছে সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে জোর করে, হুমকি দিয়ে, মিথ্যা বলে, ক্ষমতার জোরে অন্য ব্যক্তি এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যায় অপহৃত ব্যক্তিকে অপব্যহার করে। এবং তাঁকে শোষণ করে- তখন তাকে মানব পাচার হিসেবে ধরা হয় মানব পাচারকে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে সারা বিশ্বে গণ্য করা হয় এর ফলে প্রত্যেক দেশ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় তথ্য বলছে, সারা বিশ্বে যত মানুষ পাচার হন তার ৭২ শতাংশ মহিলা ও নাবালিকা সীমান্তের বেড়াজালে থমকে থাকে না অপরাধ। চুঁইয়ে পড়ে। আইন-নিরাপত্তার ফস্কা গেরোর মধ্যে দিয়ে চোরাস্রোতের মতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপরাধের শিকড়। অপরাধের এই তালিকা ঘাঁটতে গেলে প্রথমেই উঠে আসে যে নাম, তা হল মানব পাচার।

মাদক ব্যবসা ও অস্ত্র পাচারের পর মানবপাচার হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অপরাধ। মানবপাচারের সঙ্গে প্রথম দুটি অপরাধও প্রায়ই জড়িয়ে থাকে। সম্প্রতি ইন্টারপোল 'অপারেশন লিবারটেররা' নামক অভিযানের বিস্তারিত জানিয়েছে, যেখানে বেশ কয়েকটি দেশের কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কাজ করে মানব পাচারের শিকার ৪৩০ জনকে উদ্ধার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অপরাধে ২৮৬ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা ও কিশোরী ছিল যাদের আফগানিস্তান, ভারত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও সিরিয়া থেকে পাচার করে গ্রিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এখন আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রগুলোর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল কার্যক্রম হচ্ছে মানবপাচার। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ২,২৫,০০০ মানুষ মানব পাচারের শিকার হয়। অপরাধীরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের প্রান্তিক ও দুর্বল স্তরের মানুষের উপর এই জঘন্য অপরাধটি চালিয়ে যাচ্ছে।মানব পাচারে ব্যবহৃত রুট সম্পর্কে জানা যায়, কলকাতা-দুবাই-মিসর-ত্রিপোলি হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি বা দুবাই থেকে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো। পাচারকারীদের মূল টার্গেট থাকে নারী, শিশু ও কিশোরীরা।

পাচার চক্রের সদস্যরা ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, লাইকি-সহ বিভিন্ন অ্যাপসে আলাদা আলাদা গ্রুপ গঠন করে। এর পর সেখানে তারা মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে এবং এক সময় তাদের উন্নত জীবনের প্রলোভন দেওয়াসহ, নানাভাবে প্রলুব্ধ করে বিদেশে নিয়ে যায়। বিদেশে নিয়ে নির্যাতন করে তাদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করে। পরে বিভিন্ন যৌন পল্লীতে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

বিনা অনুমতিতে মহিলা ও নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। বিশেষত, দরিদ্র ও সমাজে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে মহিলা ও নাবালিকাদের অর্থের প্রলোভন দেখায় পাচারকারী ও জঙ্গি সংগঠনগুলে। এরপর তাদের অপরাধমূলক ও জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য করা হয় ।

মানব পাচার ভারতের ২০ থেকে ৬৫ কোটি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। দেশের মধ্যে মহিলা ও নাবালিকাদের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে ও জোরপূর্বক বিয়ের মাধ্যমে পাচার করা হয়। যেসব দেশে ছেলেদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম, সেখানে নারী পাচার আকছার দেখা যায়।পাশাপাশি বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক, পরিচারক, ভিক্ষুক ও কৃষি ক্ষেত্রে শিশুশ্রমের মতো উদাহরণ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর কাছে শিশুদের পাচার করা হয়।

বেশিরভাগ পাচার বাণিজ্যিক যৌন শোষণের জন্য সংঘটিত হয়। যেখানে মহিলাদের একাধিক অংশীদারের সাথে অরক্ষিত যৌন কাজে বাধ্য করা হয়। এছাড়াও এই সময়ে গৃহকর্মীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মানব শ্রম ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। এই কারণে শহুরে পরিবার গুলো সস্তা শ্রমের সন্ধান করে। গ্রামবাসীরা প্রায়শই স্বেচ্ছায় তাদের সন্তানদের মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে তুলে দেয়। যারা শহরগুলোতে একটি উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ভারতের বাস্তবতায় জীবিকা আর উন্নত জীবনের আশায় প্রতি বছর দেশ ছাড়েন লাখো লাখো মানুষ। এদের স্বপ্ন একটুখানি সুখ আর সমৃদ্ধির। দুঃখজনক হলেও এসব স্বপ্নচারী মানুষের বেশির ভাগই পড়েন মানব পাচারকারীর খপ্পরে। পাচারকারী সিন্ডিকেটের ভয়াবহ নেটওয়ার্ক দেশজুড়ে বিস্তৃত। তারা কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব এজেন্ট বা দালালের মাধ্যমে মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে পাচার করে থাকে। বর্তমানে মানব পাচার চক্রের কর্মকান্ডে নতুন সংযোজন হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। আর এই ক্ষেত্রে পাচারকারীদের মূল টার্গেট থাকে নারী, শিশু ও কিশোরীরা।

তবে আশার কথা, যে ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার করে মানব পাচার হচ্ছে সেই ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করেই এসব দালাল ও দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব। আজকাল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই পাচারকারী ও তার অবস্থান শনাক্ত করা যায়। সামান্য মুঠোফোনের কল ট্র্যাক করেই এসব করা সম্ভব। সে প্রযুক্তি পুলিশের কাছে রয়েছে। আর সরকার যদি মোবাইল অপারেটর ও মোবাইল মানি ট্রান্সফার কোম্পানিগুলোকে তাদের বিগ ডেটা থেকে তথ্য দিতে বাধ্য করে, তাহলে সমস্যা আরও সহজেই সমাধান করা যাবে।

গত কয়েক বছরে ভারত সরকার মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ভালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং পাচারের শিকার অনেককে উদ্ধারও করতে পেরেছে। মানব পাচারের কিছু মূল হোতাকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের বেশির ভাগই রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। অথবা তারা নিজেরাই ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ। এ থেকে আরও বোঝা যায় কীভাবে সমাজের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান মানুষরা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাসত্বের এই আধুনিক রূপটিকে চালু রেখেছেন।

আমাদের মত দেশের প্রেক্ষাপটে মানুষ কেন মানব পাচারের শিকার হয় সেই প্রশ্নের উত্তরে দুটি বিষয়কে সর্বাধিক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত; অসচ্ছলতা এবং দ্বিতীয়ত; বেকারত্ব। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানুষের চেষ্টা একটা চিরাচরিত ব্যাপার। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানের পথ দেখায়, নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অনেকে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়। তারা এই সুযোগকে ব্যাবহার করে অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি জমায় বিদেশে। পাচারকারীরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে অর্থের বিনিময়ে। তাদের তুলে দেয় বিদেশে থাকা তাদের লিয়াঁজো গ্যাঙের হাতে। অনেক মানুষ কোন উপায় না পেয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুর শিকার হয়। দাসত্বের বেড়াজালে আটকে পড়ে সমগ্র জীবন। শিশুদের বাধ্য করা অমানুষিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে।

ভারত থেকে মানবপাচার বেড়েই চলেছে। প্রতি বছর হাজারো মানুষ পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ছেন। এর পেছনে মূলত দায়ী ভালো চাকুরীর আশায় মানুষের বিদেশে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু, তারা পাচার হচ্ছেন কিনা বা জোরপূর্বক তাদের ক্রীতদাসের মতো কোনো কাজে আটকে রাখা হচ্ছে কি না, এসবের ঝুঁকি সম্পর্কে ভাল করে না জেনেই তারা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন।পাচারের শিকার ব্যক্তিদের ৯ শতাংশ শিশুকালে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত। ৬ শতাংশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সীমিত। তারা বিদেশি ভাষা জানেন না। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে ৩ শতাংশের।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে ২ কোটি ৭০ লাখেরও বেশি মানুষ জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হচ্ছেন। এটি বিশ্বব্যাপী প্রতি হাজারে ৩.৫ জন আনুপাতিক হারে। এদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ নারী ও মেয়ে এবং ৩০ লাখের বেশি শিশু। ১৫ কোটি ২০ লাখ শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত। ২ কোটি ৫০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়।

রাষ্ট্রসংঘের মাদকদ্রব্য ও অপরাধ সংক্রান্ত কার্যালয়

ইউএনওডিসি-এর অনেকগুলো উদ্যোগের মধ্যে একটি হল কেরালার কালিকটে জুভেনাইল হোম কমপ্লেক্সের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে মেয়েদের এবং ছেলেদের পুনর্বাসন করা। ইউএনওডিসি ভারতের ৯টি রাজ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে ৬০০ জন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে। এখন ভারতে ৫টি এনজিও রয়েছে যারা মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই ভয়াবহ অপরাধের শিকারদের পুনর্বাসন দিয়েছে।

২৩(১) ধারায় দেশে মানব পাচার এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ এবং আইনত অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ২১ (১) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, বাঁচার অধিকার শুধু শারীরিক নয়, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচা।

দেশের আইন বলছে, ইমমরাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৬-এর অধীনে যৌনপল্লিতে পাচার করার অভিযোগে শাস্তি পেতে হবে। ১৯৭৬-এর বন্ডেড লেবার সিস্টেম (অ্যাবলিশন) আইন অনুযায়ী ভারতে বাধ্য শ্রম এবং জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ। পাশাপাশি ১৯৮৬-র চাইল্ড লেবার (প্রোহিবিশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) ও জুভেনাইল জাস্টিস আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬(এ) ও ৩৭২ ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে অপহরণ ও শিশুদের যৌনপল্লিতে বিক্রি নিষিদ্ধ। ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট বা কারখানা আইন, ১৯৬৮-এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা হয়। ফৌজদারি আইন (সংশোধন) ২০১৩ কার্যকর হয়েছে। যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭০ এবং ৩৭০এ আইপিসি ধারার সাথে মানব পাচারের মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইন, ২০১২, যা ১৪ই নভেম্বর, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। শিশুদের যৌন নির্যাতন এবং শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য এটি একটি বিশেষ আইন। নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত অন্যান্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। যেমন বাল্য বিবাহ নিষেধ আইন, ২০০৬, বন্ডেড লেবার সিস্টেম (বিলুপ্তি) আইন, ১৯৭৬, শিশু শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬, মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪। আইপিসির নির্দিষ্ট ধারাগুলো ছাড়াও, যেমন ধারা ৩৭২ এবং ৩৭৩, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মেয়েদের বিক্রি এবং কেনার সাথে সম্পর্কিত।

রাজ্য সরকারগুলোও এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন, পাঞ্জাব প্রিভেনশন অফ হিউম্যান স্মাগলিং অ্যাক্ট, ২০১২।

রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে মানব পাচার বিরোধী ইউনিট তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্যের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য ১০০ কোটি টাকার 'নির্ভয়া ফান্ড' তৈরি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ হল একমাত্র রাজ্য, যেখানে চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ট্র্যাফিকিং ডিরেক্টরেট ও অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং টাস্ক ফোর্স চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা ও স্থানীয় স্তরে শিশু পাচার বিরোধী কমিটি চালায়। আমাদের সরকার স্বয়ংসিদ্ধা নামক প্রকল্পও চালায় মানবপাচার ও বাল্যবিবাহ রুখতে।'

পরিসংখ্যান বলছে, স্বয়ংসিদ্ধা চালু হওয়ার পর থেকে শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেই প্রায় দু'হাজার পাচারকারী ধরা পড়েছে। রোখা গিয়েছে অগুনতি বাল্য বিবাহ ও শিশুশ্রম। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবপাচার রুখতে শুধু সরকার বা পুলিশ নয়, সতর্ক থাকতে হবে নিজেদেরকেও। হঠাৎ প্রলোভনে বিদেশে না যাওয়াই ভালো। এই ভাবেই ইরান-ইরাকে গিয়ে আটকে পড়েছেন অনেকে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মানব-পাচার রোধে গত বছরই স্বাক্ষরিত হয়েছে একটি মৌ বা সমঝোতাপত্র। কিন্তু বাস্তবে যে এই সমস্যার মোকাবিলায় খুব একটা অগ্রগতি যে হয়েছে, তা কিন্তু নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতপূর্বক মানব পাচার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কয়েক বছর হল জাতীয় মহিলা কমিশন একটি মানব পাচার বিরোধী সেল'এর সূচনা করেছে। যদিও মানব পাচার রুখতে এই মুহূর্তে সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার মিলেছে সুইসাইড নোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতদেহর পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুসাইড নোট। আর সেই সুইসাইড নোটেই এই মৃত্যুর ঘটনার পিছনে প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলিং-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রবিবার রাতের ছাত্রীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার পর সোমবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙা গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম পৃথা প্রামাণিক (১৪)। সে যাত্রাডাঙা গ্রামের দাদুর বাড়িতে থেকেই স্থানীয় একটি হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। তার বাবার বাড়ি হবিবপুর থানার আইহো এলাকায়। এদিন রাতে ওই ছাত্রীর শোবার ঘর থেকেই গলায় কাপড় জাড়ানো অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলিংয়ের অভিযোগ

মৃতের মা টুম্পা প্রামাণিক জানিয়েছেন, পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙা গ্রামের বাবার বাড়িতেই তার মেয়েকে পড়াশোনার জন্য রাখা হয়েছিল। এদিন রাতে মেয়ের আত্মঘাতীর কথা জানতে পারি। তবে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করার মতো নয়। ওর যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে, সেখানেই প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলিং-এর অভিযোগ রয়েছে। আমাদের ধারণা এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা আমার মেয়ে বরদাস্ত করতে পারেনি। ফলে সে আত্মঘাতী হয়েছে। এই ঘটনাই ওই যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যেই গলায় কাপড় জড়িয়ে আত্মঘাতী হয় ওই ছাত্রী। এরপরই রাতে খাওয়ার জন্য ওই ছাত্রীকে ডাকাডাকি করলে সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। সেখানে এলাকারই এক যুবকের নাম লেখা রয়েছে। সেই যুবকই দীর্ঘদিন ধরে তাকে উত্তপ্ত করত এবং কোনও একটি ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল বলে ও অভিযোগ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিচারক আইন মেনে কাজ-না করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আদালতে কাজের প্রথম দিনই তালা ঝুলিয়ে সব কিছু অচল করে দিলেন আইনজীবীরা। আদালতের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ আইনজীবী ও তাদের ক্লার্কদের। সোমবার আরামবাগের মহকুমা আদালতের খোদ আদালতের এক বিচারকের আইন মেনে কাজ না করা এবং বিচারপ্রার্থীদের অহেতুক হয়রানির প্রতিবাদে আদালতের ভিতরে প্রবেশ করার দুটি প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আদালতের আইনজীবীরা। সোমবার আদালত খোলার পরেই আদালতের প্রায় সমস্ত আইনজীবী একত্রিত হয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে দেখান। বিক্ষোভ চললেও তা সামাল দিতে কেউই আসেনি। আসেনি পুলিশও। এতে আদালতের কাজ কর্ম সব শিকেয় উঠেছে। কেউই আদালতে প্রবেশ করতে পারেননি। সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আইনজীবীদের দাবি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিনিয়র এজলাসের বিচারকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের আশ্রয় নিচ্ছেন বিচারক বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা। আর এরই প্রতিবাদে

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী সৌমজিৎ রায় চৌধুরী (হাউস বিল্ডিং লোন) বাহিরী পশ্চিম পাড়া, পো : বাহিরী, থানা: বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২০৪ ক্রিট ফাইলিং স্টেশন,স্বত্বাধিকারী : শ্রী সৌমজিৎ রায় চৌধুরী পো : বাহিরী, থানা: বোলপুর,জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২০৪ এবং সপ্তিকা ফাইলিং স্টেশন, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সৌমজিৎ রায় চৌধুরী পো : বাহিরী, থানা: বোলপুর,জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২০৪	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সৌমজিৎ রায় চৌধুরী, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৮৭৫১/২০১৪ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৩ শতক কমবেশি এলআর খতিয়ান নং২৭৪৩, পূর্বতন ১১০৫, এলআর প্লট নং ৩৬৪৫, ৩৬৫৭, জেএল নং ১৪০, বাহিরী পাঁচসোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,বাহিরী পশ্চিম পাড়া, মৌজা : বাহিরী, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭১২১২৪, দলিল নং ৮৭৫১/২০১৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৫৯৫ থেকে ৪৬০৬-২০১৪, এডিএসআরও : বোলপুর, বীরভূম। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ প্লট নং ৩৬৪৫, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৬৫৪;পূর্বে : প্লট নং ৩৬৫৬, পশ্চিমে : সড়ক।	১) ০৫.০৪.২০২৪ ২) ২৬.০৭.২০২৪ ৩) ১,৬৬,২৪,৪৯৮.১৮ টাকা (এক কোটি ছেষট্টি লাখ চব্বিশ হাজার চারশ আটানব্বই টাকা এবং আঠার পয়সা) টাকা ০৬.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৬.০৭.২০২৪
স্থান - বোলপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ট্যাবলোর সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভাইরাল হেপাটাইটিস বিশ্বজুড়ে একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যার নাম। প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ট্যাবলোর শুভ সূচনা করা হয়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা জুড়ে আগামী ৪ অগস্ট পর্যন্ত এই সচেতনতা মূলক ট্যাবলোটির মাধ্যমে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে বলেই জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুদীপ দাস বলেন, 'হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি রোগ সম্পর্ক মানুষকে সচেতন করতে এই ট্যাবলোটির উদ্বোধন করা হল। আগামী ৪ অগস্ট পর্যন্ত এই ট্যাবলোটি জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকায় ঘুরবে এবং মানুষকে এই রোগ সম্পর্ক সচেতন করবে। এই রোগ সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই কম রয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৩৫০ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত।' জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক আরো জানান, 'বালুরঘাট হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতি বুধবার বিনামূল্যে ডা সার্থক সেন শর্মা এই রোগের চিকিৎসা করেন। ঠিক মতো চিকিৎসা করলে তিন মাসের মধ্যে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকায় সময় নষ্ট করেন। তাই জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই ট্যাবলোটির শুভ উদ্বোধন করা হল যা আগামী কয়েক দিন জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকায় এই রোগের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালাবে।'

For Sale/Eauction: Transit/Water Damaged **Absorbent Grade Kraft Paper- 14740 kg.** lying at Bishnupur **South 24 Parganas, Bihar** Contact Person For Inspection: Mr. Triloki Nath Mahato - 8240085965 Last Date For Inspection & EMD Deposit – 05.08.2024 & Date Of E-auction- 06.08.2024 (3 PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta - 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And 'No Complaint' Basis).

For More Details:
Support@Salvagemanagers.Com
www.Salvagemanagers.Com

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

সংশোধনী

উল্লেখ্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা সংবাদপত্রে ১৩.০৭.২০২৪ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার প্ল্যাটফর্ম পড়তে হবে **https://ebkray.in** পরিবর্তে https://www.ibapi.in এবং https://www.mstcecommerce.com/auction-home/ ibapi.
অবশিষ্ট বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

PUBLIC NOTICE AND INVITATION OF CLAIMS FROM CREDITORS
(Under section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
For the attention of the creditors of **Mr. Pradip Kumar Bajaj**, Personal Guarantor(s) to Corporate Debtors named **M/s Tata Capital Ltd** (formerly Tata Capital Financial Services Ltd.)

Sl No.	Particulars	Information
1	Name of Personal Guarantor	Mr. Pradip Kumar Bajaj
2	Name of Corporate Debtor for which the Personal Guarantee has been invoked and Insolvency Resolution Process initiated.	**M/s Tata Capital Ltd** (formerly Tata Capital Financial Services Ltd.)
3	Details of The Order Passed by the Adjudicating Authority	CP(IB)/248(KB)2022 Dated 24.07.2024 NCLT Bench -II, Kolkata
4	Particulars of the Resolution Professional to whom the claims are to be submitted	Name: Tarun Kumar Ray, IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP/P-01411/2018-19/12228 Address: Flat-1, Binayak, 28/2B, K M Naskar Road, Kolkata-700040 Address for Communication: 29C, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001 **E-mail Id: Tarun.ray123@yahoo.com**
5	E mail Id for Submission of Claims	**Tarun58ray@gmail.com**
6	Last Date for Submission of Claims	20.08.2024
7	Relevant form for submission of Claims Copy of Form B be downloaded from: https://ibbi.gov.in/downloadform.html	FORM B Claim with proof by a creditor (Under regulation 7(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)
8	Registration of claims by Creditors	By electronics communication, speed post, courier & registered post

• Submission of false /misleading claims / proofs will attract penalties.

TARUN KUMAR RAY
Insolvency Professional
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-001/IP/P-01411/2018-19/12228
Date: 30.07.2024

SBI — এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)
২য় তল, আভারিয়া ইন, মনসাতলা, উলুবেড়িয়া
হাওড়া - ৭১১৩১৬ ইমেল : sbi.62977@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/C- 36255913344 এবং & 40403284362 (WCTL) 40415957370 (FITL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মুরলিধর বস্ত্রালয় স্বত্বা শ্রী নিত্যানন্দ খদ্দর পিতা সুবল খদ্দর গ্রাম - বেলপুকুর, পো. অযোধ্যা, থানা - শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১২,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,২৭,১১১.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশ হাজার একশ এগার টাকা) টাকা ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিসি উলুবেড়িয়া** নিকট বকেয়া **২৫,২৭,১১১.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশ হাজার একশ এগার টাকা) টাকা** ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ১.২৫ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) মৌজা : অযোধ্যা, জেএল নং ৭১, খতিয়ান নং ৬৯, হাল ৪৪০, (৮৪৩/৫), আরএস দাগ নং ৬৭৭/২১০৪ অবস্থিত গ্রাম : বেলপুকুর, পো : অযোধ্যা, থানা : শ্যামপুর, জেলা : হাওড়া -৭১১৩১২। দলিল নং ১-৬২৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭৬ থেকে ৩৬৮৯ -২০১১, এডিএসআরও -উলুবেড়িয়া।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী নিত্যানন্দ খদ্দর, পিতা সুবল খদ্দর, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মন্টু মান্নার (দুই ভাই সেলুন) সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মাধবী প্রামাণিক এবং মহাদেব প্রামাণিকের (ফটো স্টুডিও) সম্পত্তি; **পূর্বে :** কামালপুর বাগান মেটাল রোড, **পশ্চিমে :** জেলা পরিষদের জমি এবং ক্যানাল।

তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪
স্থান - উলুবেড়িয়া, হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
ইপক মার্কেন্টাইলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB1994PTC066869) রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫এ, শরৎ বোস রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**গুজরাত রাজ্যে**' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
মেসার্স ইপক মার্কেন্টাইলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মহেন্দ্র শেঠিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন - ০০২০৩৬৪০
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বৃষ্টির অভাব থাকলেও ভগবান ভরসায় চাষে নেমেছেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কথায় আছে আশায় বাঁচে চাষা। আর তাইতো বৃষ্টির অভাব থাকলেও আশায় বুক বেঁধে চাষে নেমেছেন চাষিরা। ঋতু অনুযায়ী আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল এবারে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ও বর্ষার প্রভাব সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। বরুণ দেবের কৃপা দৃষ্টি হয়নি যার ফলে বৃষ্টিপাতের অভাবে চাষের ব্যাপক ক্ষতি খনি অঞ্চলেও। খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর এর বহু মানুষ আজও কৃষি কাজের সঙ্গেই যুক্ত। তবে এবারে বৃষ্টির অভাবে চাষ সেভাবে হচ্ছে না বলেই চাষির মাথায় হাত। খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর এর কুমারডিহি এলাকার চাষী রিতা বাগদী ও অরুণ বাগদিরা জানান, এবারে বর্ষা তেমনভাবে হয়নি, তাই এখনো পর্যন্ত মাঠে বীজ রোপণের কাজ জোরকদমে শুরু হয়নি। তবে গত কয়েকদিন কয়েক পশলা বৃষ্টিতে এক বুক আশা নিয়েই মাঠে বিজ রোপণ করতে নেমে পড়েছেন তারা। চাষের একমাত্র ভরসা এখন চাষের একমাত্র ভরসা ইসিএল এর খনির নিচে থেকে যে জল উপরে উঠিয়ে ফেলানো হয়, এই জলকে এই ঝর্নার আকারে ব্যবহার করেই চাষে নেমেছেন তারা। খনি এলাকায় বহু মানুষ খনির কার্যের সঙ্গে নিযুক্ত হলেও অনেক মানুষ আছেন যারা চাষের কাজের সঙ্গেই যুক্ত। তবে অধিকাংশ মাঠই ফাঁকা। আগাছায় ভরেছে মাঠ ঘাট বেশিরভাগ চাষি এবারে চাষ করতে সাহস করতে পারেননি এখনো পর্যন্ত।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মোহনবাগান দিবস পালন

স্বর্গীয় কিংবদন্তি ফুটবলার বিমল মুখার্জির মূর্তি উন্মোচন

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

সোমবার ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস এই উপলক্ষ্যে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে সোমবার সকালে উত্তরপাড়ার জিটি রোডের পাশে টিপটপ এর কাছে মোহনবাগান দিবস পালন করা হল। সহযোগিতায় মোহনবাগান সমর্থক অ্যাসোসিয়েশন এই জায়গাতেই উত্তরপাড়ার বিখ্যাত রাজ পরিবারের ছেলে স্বর্গীয় মনমোহন মুখার্জির একটি মূর্তি আছে। জানা গিয়েছে, মনমোহন মুখার্জি ১৯১১ সালে মোহনবাগান দলের হয়ে খালি পায়ে সাহেবদের সঙ্গে কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলেন। সেই খেলায় মোহনবাগান দল শিল্ড ফাইনালে সাহেবদের হারিয়ে শিল্ড জয় লাভ করেন, তখন থেকেই শুরু হয় আরো জোরদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তীব্রতা স্বদেশী আন্দোলন এবং সেই মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে স্বর্গীয় বিমল মুখোপাধ্যায় মোহনবাগান দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তার নেতৃত্বে মোহনবাগান দল লিগ জয় করে খুব সম্ভবত ১৯ ৩৬ সালে, সেই বিমল মুখার্জির মর্মর মূর্তির উন্মোচন হল উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে সোমবার সকালে। একে একে স্বর্গীয় মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মালা দিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত মুখার্জি। এদিন চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব তিনি বলেন, পুরসভার উদ্যোগে কিংবদন্তী ফুটবলার মনমোহন মুখার্জির নাম আমরা স্মরণ করি, তার পুত্র বিমল মুখার্জি মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি এ বছর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পাচ্ছেন। তাকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই পুরসভার পক্ষ থেকে।

AGI GREENPAC

SOMANY IMPRESA GROUP

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2024

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended 30 June 2024	3 months ended 31 March 2024	3 months ended 30 June 2023	Year ended 31 March 2024
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	566.33	624.87	558.47	2,420.88
2	Net profit from ordinary activities before tax	84.39	89.24	85.32	339.93
3	Net profit from ordinary activities after tax	63.23	64.58	63.49	251.33
4	Net profit for the period after tax (after exceptional /extraordinary items)	63.23	64.58	63.49	251.33
5	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.10)	(10.90)	(0.01)	(10.95)
6	Total comprehensive income	63.13	53.68	63.48	240.38
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	1,552.59
9	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)				
	(a) Basic (₹)	9.77	9.98	9.81	38.85
	(b) Diluted (₹)	9.77	9.98	9.81	38.85

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 29 July 2024.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30 June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended 30 June, 2024 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 29 July, 2024

Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands | AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: hsilinvestors@hsilgroup.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে **রেজিস্ট্রার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** মেসার্স সীমা সফটেক এলএলপি, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
ক) যেকোনও অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি, শিল্প, বাণিজ্য, বসবাসের বা ফার্ম জমি, প্লট, ভবন, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট, অফিস বা স্থানীয় বা পৌর সংস্থার অধীনে,বা স্থানীয় সংস্থার অধীন বা ভারতের যেকোনও স্থানে, উপযুক্ত মাপে বিভাজিত প্লট ক্রয়, ভাড়ায় বা বিক্রয় করা ভবন/বসবাসের ভবন নির্মাণ, বাংলো, ব্যবসায়িক প্রেমিসেস এবং কলোনিজ নির্মাণের জন্য এবং ভাড়া বা বিক্রয়ের মাধ্যমে উক্ত মূল্য উশুল একলপ্তে বা সহজ কিস্তিতে বা হায়ার পারচেজ মাধ্যমে বা অন্যভাবে।
খ) যেকোনও জমি, প্লট(গুলি) জমি বা স্থাবর সম্পত্তি বা স্বত্ব বা স্বার্থ একক ভাবে বা যৌথভাবে বা অংশীদার হিসেবে যেকোনও ব্যক্তির সঙ্গে বা সংস্থার সঙ্গে বা অংশীদারি সংস্থার সঙ্গে এবং উন্নয়ন বা নির্মাণ বসবাসের, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স বা কমপ্লেক্স(গুলি) এককভাবে বা যৌথভাবে বা অংশীদারি ব্যবস্থায় উক্ত অফিস আকারে বিক্রয় বা স্বয়ং ব্যবহার বা ভাড়ায় আয়ের সংস্থান দ্বারা ব্যক্তি বা সংস্থার অধীনে সংশ্লিষ্ট ভবন(গুলি) ক্রয়ের মাধ্যমে।
গ) ক্রয় বা বিক্রয় এবং অন্যভাবে ব্যবসা পরিচালনা নির্মাতা, ঠিকাদারি, স্থপতি, কারিগরি, এস্টেট এজেন্ট, ডেকরেটর এবং সার্ভেয়ার হিসেবে কাজ করা।
ঘ) ক্রয় বা বিক্রয় এবং লেনদেন ব্যবসা জমি এবং ভবনের এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যেকোনও মেয়াদের এবং স্বার্থ অধিকার, এবং নির্মাণ, বিক্রয় এবং লেনদেন মুক্তভাবে ক্রম এবং ইজারা জমি ভাড়ায়, এবং লেনদেন ব্যবসা বিক্রয় এবং লেনদেন ব্যবসা রিক্রয় বা ভাড়ায় জমি এবং ভবন সম্পত্তি এবং যেকোনও স্থাবর সম্পত্তি রিয়েল বা ব্যক্তিগত।
ঙ) ক্রয় যেকেনও স্থাবর সম্পত্তি, ফ্ল্যাট, অফিস এবং ভাড়া/লিজ উক্ত সম্পত্তি ভাড়ার মাধ্যমে আয় করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি ৮৭, দমদম রোড, ক্লাব টাউন এস্টেটস, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ৫ডি, পো. মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০০৭৪ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** এবং/বা ৮৭, দমদম রোড, ক্লাব টাউন এস্টেটস, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ৫ডি, পো. মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০০৭৪ ঠিকানায় জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
পূজা সাংঘাই
প্রেম সাংঘাই

পরিত্যক্ত কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রে শতাধিক ভোটার কার্ড ও নির্বাচনের নথি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: লাউদোহার দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার অন্তর্গত পরিত্যক্ত কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রে শতাধিক ভোটার কার্ড ও নির্বাচনের নথিপত্র পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতা ছোটন চক্রবর্তী জানান, বিগত লোকসভা ভোটের আগে এই তাদের দলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী সাধারণ মানুষের থেকে ভোটার কার্ড স্বচিত্র পরিচয় পত্র কেড়ে নিয়ে ভোটে ব্যাগিং করে জিতেছে, আজকের ঘটনা তারই প্রমাণ। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা সুজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটা ওদের এখনো হজম হয়নি তাই ঘটনার সত্যতা প্রমাণের আগেই ভিত্তিহীন অভিযোগ শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল এই কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রটি। এই প্রকল্পের দ্বারা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে নোংরা আবর্জনা সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব সার তৈরির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কোনও অলৌকিক কারণে প্রকল্পটি তৈরি হওয়ার পর উদ্বোধন হলেও একদিনের জন্যও শুরু হয়নি প্রকল্পের কাজ। তাই সময়ের সঙ্গে সহেগ প্রকল্পের দরজা-জানলা সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি গেছে। এই প্রকল্পেটে নিয়ে বেশ কয়েকবার সংবাদমাধ্যমের খবর ও শিরোনামে আসে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ বর্তমানে এই কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রের ভাঙাচোরা জীর্ণ ঘরগুলির মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। পুলিশের বিরুদ্ধে উঠছে আঙুল, একেবারে রাস্তার ধারে এই প্রকল্পটির সমস্ত কিছু চুরি যাওয়া এবং অসামাজিক কার্যকলাপ দেখেও যেন না দেখা পুলিশ। সরকারি প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি হয়েছিল এই প্রকল্প। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন। কিভাবে সরকারি টাকার অপচয় হয়েছে এই প্রকল্পটি তার উদাহরণ। সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ভদ্রপুর এলাকায় পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রের মধ্যে এভাবে শতাধিক ভোটার কার্ড ও নির্বাচনের নথি পড়ে থাকতে দেখে স্বাভাবিক

কারণেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পাশাপাশি সরকারি সিলমোহর সহ প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দলীয় পতাকা পড়ে রয়েছে সেখানে। ওই ভোটার কার্ড সহ নথিপত্র আগুন দিয়ে পোড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল ছবি দেখে এমনটা প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। তবে কে বা কারা ফেলে গিয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাস্থলে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ এসে সমস্ত কিছু তুলে নিয়ে যায়। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বিডিও অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কারখানা থেকে নির্গত ঝাঁঝালো গন্ধের প্রতিবাদ, সড়ক অবরোধ

স্থানীয়দের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ঘোলা জলে মাছ ধরতে এবার আসরে নামল বিজেপি। পানাগড় শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি ইথানল প্রস্তুতকারী কারখানা থেকে নির্গত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বন্ধ করার দাবিতে সোমবার কাঁকসার মিনি বাজারে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা ও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। এদিন স্থানীয়দের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হয় বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন বিজেপির বর্ধমান সদরের জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস সহ বিজেপির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। সোমবার সকালে কাঁকসার মিনি বাজার থেকে মিছিল করে বিডিও অফিস ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হলেও। হঠাৎ করে মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পড়ুয়ারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ শুরু হয় পথ অবরোধ। শেষ হয় দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর জেরে পানাগড় মোরগ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক। অবরোধের জেরে এদিন বাসের যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকে অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও বিক্ষোভ ওঠাতে নারাজ হয় বিক্ষোভকারীরা। পরে ঘটনাস্থলে কাঁকসার যুগ্ম বিডিও শুভেন্দু গাঙ্গুলী পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের দ্রুত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিলেও বিক্ষোভ উঠাতে নারাজ থাকে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যতক্ষণ না লিখিতভাবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হবে ততক্ষণ তারা তাদের বিক্ষোভ চালাতে থাকবেন।

এরপরই যুগ্ম ব্লক আধিকারিক বিক্ষোভকারীদের কারখানার পক্ষ থেকে দেওয়া লিখিত প্রতিশ্রুতি দেখালেও বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ হটাতে নারাজ থাকে। পরে পৌনে দুটো নাগাদ বিক্ষোভ কারীরা ১৫ দিনের সময় সীমা দিয়ে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেয়। পাশাপাশি এদিন তারা কাঁকসার বিডিওর কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন।

প্রসঙ্গত, গত দু'দিন আগে কাঁকসার ডাকবাংলো মনোজপল্লি সহ বিভিন্ন এলাকার মহিলারা কাঁকসার বিডিওর কাছে একই বিষয়ে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। কাঁকসার বিডিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ডেপুটেশনের পরের দিন ওই মহিলারা কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছয় এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একটি দল ও কাঁকসা বিডিও অফিসের একটি প্রতিনিধি দল কারখানায় ঢুকে কারখানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

বাজেয়াপ্ত ১৪টি চোরাই বাইক, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এবার কেউটে উঠে এল পুলিশের হাতে। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার রোল গ্রাম থেকে খোয়া যাওয়া একটি বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া মোট ১৪ টি বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। বাইক চুরির সঙ্গে যুক্ত আন্তঃজেলা বাইক চুরি চক্রের পান্ডা সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ৩ জনকে। ফের বাইক চুরির তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। গত ২৩ জুলাই বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার রোল গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে চুরি যায় একটি বাইক। লিখিত অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ছবি ও বিভিন্ন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পরের দিনই পূর্ব বর্ধমানের মেমারি এলাকা থেকে সজল মণ্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ইন্দাস থানার পুলিশ। তার হেপাজত থেকে বেশ কয়েকটি বাইক উদ্ধার হয়। সজল মণ্ডলকে নিজেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় যুক্ত বিষ্ণু মণ্ডল নামের এক ব্যক্তিকে খন্ডঘোষ থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকেও উদ্ধার করা হয় বেশ কয়েকটি চুরির বাইক। বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোমনাথ বোস নামের এই চক্রের আরো একজনের হদিস পায় পুলিশ। রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে সোমনাথ বোসকে গ্রেপ্তার করে তার হেপাজত থেকেও একাধিক বাইক উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের কাছ থেকে মোট ১৪ টি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়েছে বাইকগুলি মূলত চুরি করা হয়েছিল বাঁকুড়ার ইন্দাস, পাত্রসায়ের ও পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ও খন্ডঘোষ থানা এলাকা থেকে। গোটা চক্রের মূল পান্ডা ছিল সজল মণ্ডল। সোমনাথ বোসের দায়িত্ব ছিল চুরি যাওয়া বাইকের জন্য মল্লিকবাজার এলাকা থেকে নতুন নম্বর প্লেট তৈরি করে আনা। একটি বাইক চুরির তদন্তে নেমে মাত্র সাত দিনের মধ্যে গোটা চক্রকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ১৪ টি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধারকে বড়সড় সাফল্য হিসাবেই দেখছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ।

চোলাই মদ বিক্রি, গ্রেপ্তার ১: চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ৩০ লিটার চোলাই মদ ধৃতকে সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে আউশগ্রামের ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম অর্জুন মাজি। তার বাড়ি ভেদিয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি প্লাস্টিকের জারে করে ওই সমস্ত মদ বিক্রির উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় ভেদিয়া হাটতলা সংলগ্ন এলাকা থেকে চোলাই মদ সহ অর্জুন মাজিকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে যাত্রীবাহী বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান থেকে বহরমপুর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে নেমে পড়ে যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের নতুন গ্রামের কাছে। ওই যাত্রীবাহী বাসটি বর্ধমান থেকে বহরমপুর যাচ্ছিলো বলে জানা গিয়েছে। বাসে পঞ্চাশ জনের বেশি যাত্রী ছিল। যার মধ্যে তারকেশ্বর থেকে জল ঢেলে ফিরছিলেন বেশ কিছু পুণ্যার্থী। তাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান সকলে। যাত্রীরা জানিয়েছে, বাসটির গতি বেগ বেশি থাকার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। বাসের এক যাত্রী জানিয়েছেন, বর্ধমান থেকে নতুনহাট পর্যন্ত শতাধিক বাম্পার তৈরি হয়েছে বাদশাহী সড়কে। আর সেই বাম্পার পার হতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

যে জায়গায় বাম্পারের দরকার নেই সেখানেও বাম্পার তৈরি করা হয়েছে। এমনকী মাঝ রাস্তার মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বাম্পার। প্রায় ৫০ জন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গেছেন। হয়তো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বাম্পারের জন্য। কার মাথা থেকে এই চিন্তা ভাবনা এসছে জানা নেই। বাম্পার করলেই কি দুর্ঘটনা রোখা যায় সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীদের একাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ। পুলিশ যাত্রীদের গন্তব্যে পাঠানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

অজয় নদীর পাড় ভরাট করার অভিযোগ

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া বিধানসভার চুরুলিয়া পঞ্চায়েতের দেশেরমোহান এলাকায় এক বেসরকারি কয়লা খনি কোম্পানি অবৈধ ভাবে অজয় নদীর পাড় ভরাট করে দখল করার চেষ্টা চলছে এমনটাই অভিযোগ। এমনকী এই নদী ভরাট করার বিষয়ে গত ২২ জুলাই পাশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বেজেপি নেতা তথা আসানসোল পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

রবিবার অজয় নদীর ভরাট করা অংশ সরেজমিনে তদন্তে করতে গিয়েছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ও বিজেপি সমর্থকেরা। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান যে বিতর্কিত জমির উপর গাছ লাগানো রয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই বিতর্কিত জমির উপর প্রায় ৪০০ চারা গাছ লাগিয়েছে দেশেরমোহান এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

দেশেরমোহানের স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সহমত জানান, যে অজয় নদীর পাড় ভরাটের কথা বলা হচ্ছে সেই জায়গাটা এক সময় এলাকার মানুষের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল যা নদীর বানের জলে ভেঙে গেছে। তিনি বলেন, এখানে একটি খোলামুখ খনির কাজ চলছে খোলামুখ খনি কর্তৃপক্ষকে নদীর পাড় করার জন্য আবেদন করা করা হলে খোলামুখ খনি গ্রামের স্বার্থে ওই জমটি ভরাট করছে এবং পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার লক্ষ্যে দেশেরমোহানের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ চারা গাছ লাগানো হয়েছে। তিনি বলেন, এই খোলামুখ খনির কারণে যে টুকু পরিবেশ দূষণ হয়েছে তা ফিরে পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন দেশেরমোহানের স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেজেপি নেতা তথা আসানসোল পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, বেশ কিছু দিন থেকে অভিযোগ আসছিল যে পুরুলিয়ায় একটি বেসরকারি খোলা মুখ খনি তার সুবিধার্থে অজয় নদীর কিছুটা অংশ ভরাট করার চেষ্টা করছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছিল, কিন্তু জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার এখানে আসার খবর পেয়ে আই ওয়াশ করার জন্য ওই ভরাট করা জমির উপরে গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন জিতেন্দ্রবাবু। তিনি জানান, ৭ দিনের সময় দেওয়া হল, এর মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধ এফআইআর করুক যারা এই কাজ করেছে এবং নদীর আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নাহলে জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্যালয়ের সামনে একদিনের ধর্নায় বসবেন। যদি তাও কাজ না হয় তবে লাগাতার আন্দোলনে চলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। এই বিষয়ে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির বন - ভূমি কর্মধ্যক্ষ জগন্নাথ শেঠ জানান, তিনি খবর পেয়েছেন একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিদ্যাসাগরের ১৩৪ তম প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৪ তম প্রয়াণ দিবসটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে মেচেদা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। মেচেদায় বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে এক মনোজ্ঞ শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমাজসেবী গণেন রায়, ডাঃ রমেশ চন্দ্র বেরা, শিক্ষক পরেশ বেরা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ কালীশংকর পাত্র। এদিন ডাঃ নরমান বেথুন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডাঃ অশোক সামন্ত। অনুষ্ঠানে সংগীত-আবৃত্তি-গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN - L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩৫

ই-মেল: investors@sastasundar.com ● ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৮.১৯	-	-	০.২৫	২৭,০২৯.২৯	৩০,৬৬৭.০৩	৩৩,৬০৪.৮২	১,৩৭,৫৭০.৯৩
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(২২.১৫)	(৭.২৪)	(৩৭.১৩)	(৮৯.২৯)	২,৩৬৪.৩৩	৫০১.১১	১,৯০২.৮৩	৫,৫৬৭.৮৮
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২২.১৫)	(৭.২৪)	(৩৭.১৩)	(৮৯.২৯)	২,৪৬৪.৩৩	৫০১.১১	১,৯০২.৮৩	৫,৫৬৭.৮৮
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২২.১৫)	(৭.২৪)	(৩৭.১৩)	(৮৯.২৯)	৪,০৯৬.৫৮	২,১৫৭.১৭	(২৮.৫৮)	৫৮৫.২৬
সময়কালের জন্য কর পূর্ব মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(২১.৬৩)	(৩.০৭)	(৩৮.২৪)	(৮৮.৪৫)	৪,১২২.৬৫	২,১৭৪.৫২	(৬৩.৪৯)	৫৯৬.৯৮
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২৪,০৭২.৪৬	-	-	-	৭৩,০৫৬.৪০
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০৭)*	(০.০২)*	(০.১২)*	(০.২৮)	৯.৭৯*	৫.১৭*	০.৪১*	২.৭৯
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০৭)*	(০.০২)*	(০.১২)*	(০.২৮)	৯.৭৯*	৫.১৭*	০.৪১*	২.৭৯

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য -

১. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- www.sastasundarventures.com -এও পাওয়া যাবে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ জুলাই, ২০২৪

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১,

দূরভাষ (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩)২২৪৩-০০২১, ইমেল : Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট www.jaibalajigroup.com

CIN: L27102WB1999PLC089755

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭২৭.৮১	২,০০১.৮৩	১,৪৯০.৩৯	৬,৬২৮.৮৭	১,৭২৭.৮১	২,০০১.৮৩	৬,৬২৮.৮৭
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৮৭.২৯	৩৫৬.৬৩	১৭০.৪৩	৯৬৩.২১	২৮৭.২৯	৩৫৬.৬৩	৯৬৩.২১
৩	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৮৭.২৯	৩৫৬.৬৩	১৭০.৪৩	৯৬৩.২১	২৮৭.২৯	৩৫৬.৬৩	৯৬৩.২১
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২০৮.৮২	২৭২.৯৮	১৭০.৪৩	৮৭৯.৫৬	২০৮.৮২	২৭২.৯৮	৮৭৯.৫৬
৫	বর্তমান সময়ের মোট ব্যাপক আয় {সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	২০৮.৮২	২৭২.১৬	১৭০.৪৩	৮৭৮.৭৫	২০৮.৮২	২৭২.১৬	৮৭৮.৭৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৭৭.৪৫	১৬৩.৬৫	১৫৫.৪৫	১৬৩.৬৫	১৭৭.৪৫	১৬৩.৬৫	১৬৩.৬৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	–	–	–	১,৩৪০.৪৭	–	–	১,৩৪০.৪৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়)							
	(ক) মৌলিক (টাকায়)	১২.১০	১৬.৯৫	১১.৩৪	৫৫.৮০	১২.১০	১৬.৯৫	৫৫.৮০
	(খ) মিশ্রিত (টাকায়)	১১.৭৬	১৫.৭৭	৯.৬১	৪৯.৮২	১১.৭৬	১৫.৭৭	৪৯.৮২

দ্রষ্টব্য:

ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

গ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ২৯.০৭.২০২৪ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

ঘ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00045114)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ জুলাই, ২০২৪

বাংলার মানুষের মন পেতে সুকান্ত-শান্তনুদের পরামর্শ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১২ জন সাংসদ পেয়েছে বিজেপি। বাংলার গেরুয়া শিবির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল, তা ছুঁতে পারেনি তারা। তবে ভোট মিটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে পরবর্তী রণকৌশল তৈরির প্রক্রিয়া। আগামিদিনে বাংলার জন্য কী করা যেতে পারে, সে ব্যাপারেই এবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন বাংলার বিজেপি সাংসদরা। সোমবার সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর-সহ ১২ জন সাংসদ দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

বাংলায় এবার ৩০-৩৫টি আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল বিজেপি। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ ভোটের প্রচারে বাংলায় এসে সেই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ আসনে বিজেপি ভাল ফল করলেও দক্ষিণবঙ্গে খুব বেশি আসন জিততে পারেনি তারা। সূত্রের খবর, 'সোমবারের বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের ফল বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ইচ্ছের সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ নয়।' সূত্রের খবর, নরেন্দ্র মোদি এদিন দলের সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলার উন্নয়নের জন্য কী করা যায়, তা জানাতে হবে। এছাড়া নিজেদের এলাকার কী কী উন্নয়ন করা যেতে পারে, সাংসদদের সেই পরিকল্পনা জানাতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে।

আরও জানা গিয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদি সাংসদদের বার্তা দিয়েছেন, যাতে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আসে সেই পদক্ষেপ করতে হবে। তিনি মনে করেন, মানুষের কল্যাণে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে একমাত্র বিজেপিই। মোদি বার্তা দিয়েছেন, বাংলার মানুষের স্বার্থে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার।

২৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে 'লু' বইছে কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ২৯ জুলাই: এক দিকে যখন বেলাগাম বৃষ্টিতে দেশের বাকি অংশ কার্যত জল থইথই, সেখানে প্রবল গরমে পুড়ছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। রিপোর্ট বলছে, গত রবিবার কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় রেকর্ড ছুঁয়েছে তাপমাত্রা। কাশ্মীরের আবহাওয়া দপ্তরের দাবি, গত ২৫ বছরের মধ্যে জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল গত রবিবার। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে আগামী ২ দিনের জন্য কাশ্মীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল-কলেজ।

আবহাওয়া দপ্তরের দাবি অনুযায়ী, জুলাই মাসের হিসেবে কাশ্মীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই। সেবার শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সেই রেকর্ড না ভাঙলেও রিপোর্ট বলছে, গত ২৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে রবিবার কাশ্মীরের তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পাশাপাশি রবিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগুন্ডের তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ১১ জুলাই। সেবার তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৫ ডিগ্রি। কাশ্মীরের মতো জায়গায় যা লু-এর সামিল। ভূস্বর্গের তাপমাত্রার এমন ব্যাপক বৃদ্ধি ভাবাচ্ছে পরিবেশবিদদেরও।

ভারতের মতো দেশে লু-এর ঘটনা তেমন বড় কোনও বিষয় নয়। চলতি বছর গোটা উত্তর ও পূর্ব ভারতে দেরিতে বর্ষা ঢোকায় ব্যাপক তাপপ্রবাহ দেখা গিয়েছিল। যদিও তা শুধুমাত্র সমতলেই সমতলেই সীমাবদ্ধ ছিল। গরম থেকে বাঁচতে হিমালয়ের পাদদেশে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু পর্যটক। এবার সেখানেই দেখা যাচ্ছে গরমের প্রকোপ। ২০১৯ সালের এই রিপোর্ট বলছে, গত ৩৭ বছরে কাশ্মীরের গড় তাপমাত্রা ০.৮ ডিগ্রি বেড়েছে। এমনকী গত বছরেও রেকর্ড ভেঙেছিল কাশ্মীরের তাপমাত্রা।

ব্রিটেনের রাস্তায় আততায়ীর ছুরি নিয়ে হামলা, শিশুর মৃত্যু, জখম ৮

লন্ডন, ২৯ জুলাই: ব্রিটেনের রাস্তায় ছুরি নিয়ে হামলা। জখম একাধিক শিশু-সহ অন্তত ৮ জন। আততায়ীকে আটক করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। তবে কী কারণে হামলা, তা এখনও জানা যায়নি। তবে ইতিমধ্যে সাউথপোর্ট এলাকা ঘিরে ফেলেছে বিশাল পুলিশবাহিনী। একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছে গিয়েছে এলাকায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ব্রিটেনের সাউথপোর্ট এলাকায় টেলর সুইফট থিমের ওয়ার্কশপ চলছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিল বেশ কয়েকজন শিশু ও কিশোরী। আচমকাই এক আততায়ী ছুরি নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তার হামলায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জখম আরও অন্তত ৮ জন। তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ এক ব্যক্তি হার্ট স্ট্রিট ধরে হাতে ছুরি নিয়ে ছুটছিল। একের পর এক অল্প বয়সি মেয়ের উপর হামলা চালায়। স্থানীয়রা নিজেদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একে অপরকে সতর্ক করেন। এই ঘটনায় হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ। ছুরিও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তবে কেন এই হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মারসে পুলিশের তরফে ঘটনাস্থল হার্ট রোড এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে বড় কোনও হামলার আশঙ্কা নেই।

মহারাষ্ট্রের ঘন জঙ্গলে উদ্ধার শিকলে পা বাঁধা মহিলা

মুম্বই, ২৯ জুলাই: জঙ্গলের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন এক মেষপালক। একটু ভাল করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন, কোন দিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়েন মেষপালক।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবছায়ার মতো এক জন তাঁর নজরে পড়েন। একেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, তার উপর জঙ্গল, ফলে খুব একটা সাহস করে এগোতে পারছিলেন না ওই মেষপালক। আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছিল, কেউ খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ফলে আওয়াজটা ক্ষীণ আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। ভয় লাগলেও কৌতূহলও হচ্ছিল মেষপালকের। শেষমেশ সাহসে ভর করে ওই আওয়াজের একেবারে কাছে পৌঁছতেই চমকে ওঠেন। মেষপালক দেখেন, ছেঁড়া পোশাক, গাছের সঙ্গে শিকলে পা বাঁধা মাঝবয়সি এক মহিলা। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, চোখগুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। দেখেই মনে হচ্ছিল, বেশ কয়েক দিন ধরে অভুক্ত।

গভীর জঙ্গলে মহিলাকে এরকম অবস্থায় দেখে মেষপালক স্তম্ভিত হয়ে যান। তড়িঘড়ি তিনি স্থানীয় লোকজনকে ঘটনাটি জানান। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গের একটি জঙ্গলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলার পা শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। তাঁর কাছ থেকে আমেরিকার একটি পাসপোর্ট এবং বেশ কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাকে উদ্ধার করে সাবন্তওয়াড়ির এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সিন্ধুদুর্গের ওরসে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে সেখান থেকে আবার গোয়া মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মহিলার মানসিক সমস্যা রয়েছে। তাঁর কাছে থেকে কয়েকটি প্রেসক্রিপশনও উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, মহিলার কাছ থেকে একটি আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। তামিলনাড়ুর একটি ঠিকানা রয়েছে তাতে। মহিলার নাম ললিতা কায়ি বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নথি যাচাই করে জানার চেষ্টা চলছে মহিলা ভারতের নাগরিক, না কি অন্য কোনও দেশের। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত ১০ বছর ধরে ভারতেই রয়েছেন মহিলা। তবে কী ভাবে ওই জঙ্গলে পৌঁছলেন, কে বা কারা তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, তা নিয়ে রহস্য বাড়ছে।

রেল নাশকতার পর ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ প্যারিসে

প্যারিস, ২৯ জুলাই: ফের বিতর্কের কেন্দ্রে প্যারিস অলিম্পিক। উদ্বোধনের আগে থেকেই একের পর এক বিতর্ক ধেয়ে আসছে অলিম্পিককে কেন্দ্র করে। ফ্রান্সের রেল ব্যবস্থায় বড়সড় হামলার পর নাশকতার আশঙ্কাও ছিল। এবার একাধিক জায়গায় বন্ধ করে দেওয়া হল ইন্টারনেট পরিষেবা।

জানা যাচ্ছে, ফ্রান্সের অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে সংস্থাগুলি ইন্টারনেট পরিষেবা দেয়, সেগুলি বিকল হয়ে গিয়েছে। যাকে ঘিরে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়েছেন বহু মানুষ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আয়োজকদের মধ্যেও সমস্যা হচ্ছে বলে খবর।

ফ্রান্সের ডিজিটাল অ্যাফেয়ার বিভাগের সচিব মারিনা ফেরারি জানিয়েছেন, রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ছিল। প্যারিস সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের মোবাইল সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও দ্রুত সেই সমস্যা মেরামত করা গিয়েছে বলে খবর। ফরাসি পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে অন্তত ছটি দপ্তরের কাজ ব্যাহত হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, অতি বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী তিনি। একটি অতি বাম দলের সঙ্গেও যুক্ত সেই ব্যক্তি। তবে ফ্রান্সের অলিম্পিকে বিশৃঙ্খলার ঘটনা এই প্রথম নয়। উদ্বোধনের কয়েক ঘণ্টা আগে রেল ব্যবস্থায় আগুনের ঘটনা জানা যায়। লাইনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় রেল নেটওয়ার্ক বিকল হয়ে যায়। অলিম্পিকের দ্বিতীয় দিনে ফ্রান্সের বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবার জানা গেল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও।

লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে ক্রমাগত হামলা করছে হাউথি, উদ্বিগ্ন কোয়াড

সানা, ২৯ জুলাই: গত কয়েক মাস ধরে লোহিত সাগরে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হাউথিরা। বিভিন্ন দেশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র সংগঠনটি আক্রমণ শানাচ্ছে এডেন উপসাগরেও। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথে। ঘটেছে প্রাণহানিও। এবার লোহিত সাগরে হাউথিদের হামলার কড়া নিন্দা জানাল কোয়াড জোট।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকা মিলে তৈরি হয়েছে 'কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ' বা কোয়াড গোষ্ঠী। সোমবার থেকে জাপানের টোকিওতে শুরু হয়েছে কোয়াড দেশগুলোর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। রয়েছেন জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া ও পেনি ওং। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এদিন সকলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উঠে আসে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের প্রসঙ্গ। যেখানে গত কয়েকমাস ধরে আগুন ঝরাচ্ছে হাউথিরা। ভয়ংকর হামলা হয়েছে ভারতীয় বাণিজ্যতরী ও একাধিক ভারতগামী জাহাজেও। এবিষয়ে বিশেষ বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি দেন ৪ বিদেশমন্ত্রী।

গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। গত ১২ জুন হাউথিদের মিসাইল হানায় লোহিত সাগরে ডুবে যায় একটি গ্রিক জাহাজ। ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির এই দৌরাত্ম্যের কড়া নিন্দা জানিয়ে যৌথ বিবৃতি বলা হয়, 'লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে আন্তর্জাতিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে হাউথিরা। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এই হামলার ফলে অঞ্চলটিতে প্রবল অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিপন্ন বাণিজ্যপথ। নৌ চলাচলের স্বাধীনতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার খর্ব হচ্ছে। নাবিকদের প্রাণ সংশয় রয়েছে। সকলকে একসঙ্গে এই বিষয়ে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার জন্য কোয়াড গঠন করা হয়েছে। আগামিদিনেও আমরা এই লক্ষ্যে কাজ করব। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করব।' এই যৌথ বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানানো ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার গুরুত্বের উপর। একে ওপরের বিরুদ্ধে বাহিনী দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে বিবৃতিটিতে। এছাড়া এ-ও জানানো হয়েছে যে, চলতি বছরে ভারতের নেতৃত্বে কোয়াড সম্মেলনের জন্য সকলে খুবই আগ্রহী। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। যতদিন না গাজায় ইজরায়েলি ফৌজ হামলা বন্ধ করছে ততদিন এই আক্রমণ চলবে। হাউথিদের পালটা জবাব দিচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ সেনাবাহিনী।

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 06/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25 (FOR- 02 NOS CIVIL-WORKS) Dated: 29.07.2024**, Last date of Bid submission **07.08.2024 upto 14:00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

Office of the Sankchura Bagundi Gram Panchayat
Vill + P.O- Dakhsin Bagundi
P.S. Basirhat,
Dist. : 24 Parganas (North)

NIT NO. - 73/SBGP/2024-25
Date- 26.07.2024
Fund : 15th CFC/2024-25

Bid Submission Start day on **29/07/2024**. Bid Submission Closing day on **05/08/2024**. Bid Opening day & time on **07/08/2024 at 15-00 hours)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Sankchura Bagundi GP. For detail WB **e.tenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Sankchura Bagundi Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT NIQ NOTICE

e-NIQ are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **1) NIQ No: NM/AMRUT2.0/eNIT-01/2024-25 ID:2024_MAD_721694_1.2)NIQ No:NM/AMRUT2.0/eNIT-01/2024-25.ID:2024_MAD_721694_2.3)NIQ No: NM/AMRUT2.0/eNIT-01/2024-25.ID:2024_MAD_721694_3.**Last Date of Submission NIQ **23-Aug-2024 05:00 PM**. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

WRI&DD e-NIT

On behalf of the Governor of West Bengal the Executive Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Division, Purta Bhaban, 2nd floor, Burdwan-713103, Dist.- Purba Bardhaman invite 01 (One) no. e-NIT no. WRDD/BDNAID/01/2024-25 consisting of 07 (seven) no. groups in e-Tender from the experienced and bonafide resourceful agencies for Lifting & Re-lowering of pump motor set in different MI schemes at different Sub-Division under Burdwan (A-I) Division under Maintenance fund. Last date of Online submission : 06.08.2024 up to 12.00 Noon. Details may be seen in the website http://wbtenders.gov.in & office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Burdwan (A-I) Division
Burdwan

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice

E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. E-tender Notice: 2024_ZPHD_723950_1, 2024_ZPHD_724022_1, 2024_ZPHD_724063_1, 2024_ZPHD_724094_1, No. 285/GANGA/23-24, Dated- 29.07.2024 AND 2024_ZPHD_724120_1, 286/GANGA/23-24, Dated- 29.07.2024.

More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 1106/RM
Date – 29.07.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-5e/2024-25/SL1 to SL20
Tender ID : 2024_MAD_723925_1 to 20

Name of the work : Construction of Bituminous Macadam & Mastic Road, Cement concrete road & other Development work in different wards (20 nos) under UDMA within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **17.08.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

Office of the Councillors
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
AUCTION NOTICE

Sealed auction is invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. NIeA No: 01/S.T. of 2024-2025, Memo No 1157/DM/2023 DT:-22.07.2024. Submission end date (On-Line) 03.08.2024 upto 17.00 hrs. Approval start date for bidder :**06.08.2024** within office hours. Approval end date for bidder: **12.08.2024** within office hours. Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"https://eauction.gov.in".**

Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/29/2024-25 & WB/BIR/MAY1/KAN/30/2024-25** dated **26/07/2024** bid submission date is **29/07/2024 from 5:00 PM** to Last date **13/08/2024 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

S/D, Prodhan
Kanachrachaam Panchayat Kanakadephum

Office of the
BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT
Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore
Dist- Murshidabad, Pin-742165
E-mail- bhakuri2gp@rediffmail.com

Notice Inviting e-Tender **No-03/15th FC(Tied)/ 2024-25 and NIeT No-04/15th FC (Untied)/ 2024-25,** Download Tender Documents from-**30/07/2024 at 16.00 hours.** Tender Documents Submission from-**30/07/2024 at 17.00 hours.** Tender Documents Submission **upto-13/08/2024 at 17.00 hours.** Technical Bid Opening- **16/08/2024 at 11.00 hours.** Financial Bid Opening- **19/08/2024 at 11.00 hours.**

Sd/- PRODHAN
Bhakuri-II Gram Panchayat
Berhampore Block, Murshidabad

Bajitpur Gram Panchyat
Under May-1 Dev. Block
Vill+P.O.- Gadadharpur Bazar,R.S, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum.
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **NIT No.-04/BGP/15thFC/5th SFC/2024-25 (Recall 22/2023-24) dated 25/07/2024** bid submission date is **27/07/2024 from 4:00 pm** to Last date **06/08/2024 till 4 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

S/D, Pradhan
Bajitpur Gram Panchyat

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজের দেবার জন্য ই-অকশন

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৩/পিটি.II, তারিখ ২৫.০৭.২০২৪। রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৩টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি আরটিভিপি ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের **www.ireps.gov.in**-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৮এ। **ট্রেন ঃ** ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৩টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১টা।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া
৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১

(HWH-186/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/138/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Concrete Road near Opposite side of 11 Pally Ground in Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,82,406.00
WBMAD/ULB/RSM/139/24-25 Dated 26.07.2024	UPGRADATION OF ROAD NEAR BIPAD TARINI CHANDI BARI IN WARD NO.- 17 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,92,442.00
WBMAD/ULB/RSM/140/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Surface Drain At K.C.Dutta Road Kalithan to culvert near Shani Mandir In Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,90,351.00
WBMAD/ULB/RSM/141/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Concrete Road at Aghore Sarani Opposite Water Tank near H/O Khoka in Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,830.00
WBMAD/ULB/RSM/142/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Concrete Road at K.C.Dutta Road near H/O Rajesh Dawn in Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,78,033.00
WBMAD/ULB/RSM/143/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Surface Drain At Opposite side of Maszid in Royal State In Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,87,933.00
WBMAD/ULB/RSM/144/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Concrete Road at Shikdar Para (Kanungo Gate) in Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,60,656.00
WBMAD/ULB/RSM/145/24-25 Dated 26.07.2024	Construction of Proposed Concrete slab over existing surface drain from Aktar Mondal house to Fatema Bibi house under Ward No.-28 of Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,81,679.00

Bid Submission end date: **10.08.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

জয় দিয়ে ডুরান্ড কাপ শুরু ইস্টবেঙ্গলের

লাল-হলুদের হয়ে প্রথম ম্যাচেই গোল ডেভিড, দিয়ামানতাকোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপে জয় দিয়েই শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে ৩-১ গোলে হারাল ভারতীয় বায়ুসেনাকে। পিছিয়ে পড়েও জিতল লাল-হলুদ। গোটা ম্যাচেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দলকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপ রেখেছে তারা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন ডেভিড লালানসাঙ্গা, দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস এবং সাউল ক্রেসপো। মাদিহ তালালের অ্যাসিস্ট, দুই নবাগত ফুটবলারের গোল; ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা যা চাইছিলেন সেটাই পেয়ে গেলেন এ দিন।

প্রথম মিনিট থেকেই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ শুরু হয়। দু'মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত তারা। বায়ুসেনার রক্ষণ কোনও মতে সেই প্রয়াস বাঁচিয়ে দেয়। ছ'মিনিটে গোলের সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। এ বার ডেভিডের প্রয়াস বাঁচিয়ে দেন বায়ুসেনার শুভজিৎ বসু। ১৯ মিনিটে প্রথম বার আক্রমণ করে বায়ুসেনা। প্রথম প্রয়াসেই গোল করে তারা। ডান দিক থেকে ক্রস ভাসিয়েছিলেন সৌরভ সাধুখাঁ। প্রথম পোস্টে ছিলেন সোমানন্দ সিংহ। চকিতে হেড করে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখন গিলের কিছু করার ছিল না।

গোল করার পরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় বায়ুসেনার। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলও সমতা ফেরানোর জন্যে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। ফলস্বরূপ খেলাও হয় আকর্ষণীয়। বায়ুসেনার রক্ষণ বেশ নজরকাড়া ছিল। বার বার আটকে যাচ্ছিলেন ডেভিডেরা। অবশেষের বিরতির আগে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠ থেকে পাস দিয়েছিলেন মাদিহ তালাল। বিপক্ষ গোলকিপারকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই বল ধরে মাথার উপর দিয়ে তুলে গোল করেন ডেভিড।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসকে নামান কুয়াদ্রাত। সেই প্রচেষ্টা কাজে লাগে। সেই কৌশল কাজে লাগে। প্রথম থেকেই আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। ৬১ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে প্রথম গোল দিয়ামানতাকোসের। বাঁ দিক থেকে মার্ক জোথানপুইয়ার ক্রসে হেড করে গোল করেন গ্রিসের ফুটবলার।

সাত মিনিট পরে গোল করেন ক্রেসপো। এ বারও ক্রস দেন সেই তালাল। হালকা ঘুরে হাফ টার্নে গোল করেন ক্রেসপো। আরও কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে গোল করতে পারেনি তারা।

বেলেঘাটা বলছে সৃঞ্জয় বোস জিতছে। মোহনবাগান বলছে সৃঞ্জয় বোস জিতছে। মোহনবাগান দিবসের দিন থেকেই বেজে গেল সবুজ মেরুন নির্বাচনের দামামা । নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল সব পক্ষই। বেলেঘাটায় শুঁড়া যুবকবৃন্দের মাঠে সৃঞ্জয় বোস সমর্থকদের মেগা জমায়েত। একদিকে মোহনবাগান দিবস উদযাপন অন্যদিকে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় লেটার মার্কসে পাশ মিন্টু বাগরা। এদিন ওমর একাদশ মূর্তি উন্মোচনের পাশাপাশি সম্বর্ধনা দেওয়া হয় প্রবীণ সমর্থকদের। ১৯৮০ সালের ১৬ ই আগস্ট মৃত দুই সমর্থকদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মরণোত্তর সম্মান। উপস্থিত ছিলেন অতীতের দিকপাল ফুটবলাররা।এদিন মিন্টু বাগরা বেলেঘাটা থেকে ২৫০ র বেশি ভোটে জিতবেন সৃঞ্জয় বোসকে। পাশাপাশি আপামর মোহন সমর্থকদের সৃঞ্জয় বোসকে সমর্থনের আহ্বান জানান তারা। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা টুটু বোস লাভার্স এসোসিয়েশনের অন্যতম কর্তা মিন্টু বাগ।

মোহনবাগান দিবসে মোহনবাগান রত্ন সম্মানে সম্মানিত হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি।

লাইলসের 'ঈশ্বরসম মানসিকতা' আর উসাইন বোল্টের পথে যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উসাইন বোল্টের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ আছে। আর আছে টোকিওর ভূত ছাড়ানোর ব্যাপার। প্যারিসের ট্র্যাকে ঝড় তুলতে পারবেন নোয়াহ লাইলস? যুক্তরাষ্ট্রের এ স্প্রিন্টার সে পথে এগিয়েছেন অনেকটাই। গত বছর বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন সোনার ট্রেবল (১০০, ২০০ মিটার ও ৪অ১০০ রিলে)।

সম্প্রতি অ্যাডিডাসের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন লাইলস। পুমার সঙ্গে উসাইন বোল্টের চুক্তির পর এটিকেই এখন বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সেবাস্তিয়ান কোয়ে তো লাইলসকে 'নির্ভেজাল রকস্টার' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২৭ বছর বয়সী লাইলসের বুদাপেস্ট-কীর্তিকে তুলে আনা হয়েছে নেটফ্লিক্সের 'স্প্রিন্ট' নামের ডকু সিরিজে। আত্মবিশ্বাসী লাইলসকে ঘিরেই ওই ডকু সিরিজ। ট্র্যাককে জনমনে ফিরিয়ে আনতে তাঁকে মনে হচ্ছে দারুণ প্রস্তুত। স্প্রিন্ট ডকু সিরিজে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আপনার থাকতে হবে ঈশ্বরের মানসিকতা। আমি বিশ্বাস করি, কোনো মুহূর্ত আমার চেয়ে বড় নয়। মুহূর্ত তৈরিই হয় আমার জন্য।'

পণ্ডিতেরা বলেন, বড় মাপের অ্যাথলেটদের এমন মানসিকতা মোটেও দুর্লভ কিছু নয়। তবে লাইলসের সাহসী কথাবার্তা নাড়িয়ে দিয়েছে অনেককেই। এনবিএর বাস্কেটবল খেলোয়াড়রা আদতে সত্যিকারের 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' কি না, এমন প্রশ্ন তুলে লিগটির খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মাঝেও আগুন জ্বেলেছেন এরই মধ্যে।

তবে যা-ই হোক না কেন, প্যারিসে ঠিকই পাদপ্রদীপ থাকবে লাইলসের ওপর। আপাতত তাঁর লক্ষ্য টোকিওর পারফরম্যান্সের চেয়ে উন্নতি, যেখানে ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কয়েক দিন আগে লন্ডন ডায়মন্ড লিগে ১০০ মিটারে ব্যক্তিগত সেরা ৯ দশমিক ৮১ সেকেন্ডের টাইমিংয়ের পর লাইলস বলেছিলেন, 'আমার বুকে এখনো আগুন ধরায় ওই ব্রোঞ্জে। আমি প্যারিসে এটি নিয়েই ঘুরব। নিজেকে মনে করিয়ে দিতে যে এবার আর এ রং নিয়ে ফিরছি না।'

লন্ডনের পারফরম্যান্সের পর লাইলস বেশ উজ্জীবিত। এ বছরের সেরা টাইমিং (৯.৭৭ সেকেন্ড) গড়া জ্যামাইকার কিশান থমসনকেও তাই ভয় পাচ্ছেন না তিনি। লাইলস বলেছে, 'যাকেই ছুঁই, তাকেই হারায় আমি। জ্যামাইকানরাই বা কেন আলাদা হবে? আমার প্রার্থনা এটির জন্যই, বেঁচে আছি এটির জন্যই। আর আমি তো নিজেকে এগিয়েই রাখি, তাই না?'

ছোটবেলায় ক্রনিক অ্যাজমায় ভোগা লাইলস এরপর বলেছেন, 'প্যারিসে যাওয়ার আগে জানি, আমি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে। আমার দিকে যত বেশি চোখ থাকবে, আমি তত ভালো পারফর্ম করব। অন্তত আমার থেরাপিস্ট এমনই বলেন। টিভি ক্যামেরা যখন আমার দিকে তাক করা, যখন লোকে আমাকে দেখতে আসে, আমি তখন হারি না।'

প্যারিসে লাইলস ৪অ৪০০ মিটারসহ জিততে চান চারটি পদক। অবশ্য এ ইভেন্টে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক আছে। মার্চে গ্লাসগোতে বিশ্ব ইনডোরসে ৬০ মিটারে রুপা পাওয়ার পর তাঁকে ৪অ৪০০ মিটারে নির্বাচন করা হয়। সে দলও রুপা জেতে। তবে এ ইভেন্টে লাইলসকে নেওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেশনের বিপক্ষে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে।

লাইলস বলেছেন, 'শুধু এটুকু বলি, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আমাকে ৪অ৪০০ মিটারে দৌড়াতে দেখে খ ুব, খুব, খুব হতাশ হয়েছিল। বিপরীতে আমি শুধু বলব, আমার চেয়ে জোরে দৌড়াও, আমাকে ছিটকে দাও।'

বুদাপেস্টে লাইলসের স্প্রিন্টে ডাবল জয়ের আগে এমন কীর্তি ছিল শুধু বোল্টের;২০১৫ সালে বেইজিংয়ে সেটি করেছিলেন জ্যামাইকান কিংবদন্তি। ১১টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও ৮টি অলিম্পিক সোনা জয়ের পর ২০১৭ সালে অবসরে যান বোল্ট।

ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য বোল্টের কথাতেও প্রেরণা পান লাইলস, 'উসাইন বোল্ট যখন আমাকে বলেন যে তিনি আমাকে দেখেছেন এবং এটিকে সম্মান করেন, সেটি তো দুর্দান্ত। আমি এমন একজন, যে শুধু ট্র্যাকের খ্যাতি ছাড়িয়ে এগোতে চাই। আমি চাই লোকে আমাকে ট্র্যাকে দেখুক। কিন্তু জিকিউ (ম্যাগাজিন) এবং আমার ডকু সিরিজও দেখুক। দেখে বুঝুক, আমি তকুলদ। পদক হচ্ছে প্রথম ধাপ। কারণ এরপর লোকে আপনার দিকে মনোযোগ দেবে। এরপর আপনি বিভিন্ন দিকে যেতে পারেন;ফ্যাশন, সংগীত। অন্য মানুষ, শিল্পী এবং বিশ্বের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে পারবেন এরপর।'

যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকের জন্য চূড়ান্ত বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ অলিম্পিকে তাই লাইলসকে তাঁর দারুণ ফর্মটা ধরে রাখতে হবে। মনোযোগ পেতে গেলে তাঁকে জিততে হবে পদক। বোল্টের শক্তির জায়গা ছিল এটিই; আধিপত্য বজার রাখা আর বিশ্বমঞ্চে সোনা জেতা।

প্যারিসের মঞ্চ এখন লাইলসের অপেক্ষায়।

নাদালের বিপক্ষে 'শেষ লড়াই'টা জিতলেন জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেটের এক পাশে রাফায়েল নাদাল, অন্য পাশে নোভাক জোকোভিচ;সম্ভবত আজই শেষবারের মতো টেনিসের দুই কিংবদন্তির দ্বৈরথ দেখে ফেললেন ভক্তরা। তাঁরা মুখোমুখি হয়েছিলেন কোর্ট ফিলিপে শাত্ররিয়েতে। এই সেই কোর্ট, যেখানে ১৪ বার ফ্রেঞ্চ ওপেনের চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটা হাতে তুলে লাল দুর্গের রাজার খেতাবটা পেয়েছেন নাদাল।

তবে আজ দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ৬০তম লড়াই শেষে বিজয়ীর হাসি হাসতে পারেননি নাদাল। প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিনদেশি হয়েও মশাল হাতে নেওয়ার বিরল সম্মান পাওয়া ফরাসিদের প্রিয় রাফাকে হারিয়ে অলিম্পিক টেনিসের পুরুষ এককের তৃতীয় রাউন্ডে উঠে গেছেন জোকোভিচ।

ছেলেদের টেনিসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম এককজয়ী জোকোভিচ ম্যাচটি জিতেছেন সরাসরি ৬-১, ৬-৪ গেমে। তাতে অলিম্পিক সোনা জয়ের অধরা স্বপ্নটাকে সত্যি করার পথে আরেকটি ধাপ পেরোলেন সার্বিয়ান তারকা। ম্যাচের প্রথম ১১টি গেমের ১০টিই জিতেছেন জোকোভিচ। এ কোন নাদাল;খেলা দেখে তখন বোঝা যায়নি এই রোলাঁ গারোতেই ১৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন তিনি। গত দুই বছরে একের পর এক চোটের সঙ্গে লড়া নাদালকে নিয়ে যে শেষ কথা বলা যায় না, এরপরই সেটির প্রমাণ আরেকবার দিলেন ৩৮ বছর বয়সী মহাতারকা। হঠাৎ করেই যেন ফিরে এলেন সেই পুরোনো নাদাল। টানা চারটি গেম জিতে দ্বিতীয় সেটটাকে ৪-৪ বানিয়ে ম্যাচটাকে তৃতীয় সেটে নেওয়ার জোগাড়ও প্রায় করে ফেলেছিলেন। দারুণ এক ফোরহ্যান্ড উইনার মেরেই জোকোভিচের সার্ভিস ব্রেক করে সমতা এনেছিলেন নাদাল। কোর্ট ফিলিপে শাত্ররিয়েতে তখন 'রা-ফা! রা-ফা' স্লোগানে কান পাতা দায়!

তবে সেই স্লোগান মিইয়ে যেতেও সময় লাগল না। ৩৭ বছর বয়সী জোকোভিচ আবারও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন ম্যাচে। আর বিদায় দিলেন লাল দুর্গের রাজাকে।

২০০৬ সালে এই রোলাঁ গারোতেই প্রথম দেখা হয়েছিল গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হিসেবে টেনিস ইতিহাসের সেরা দুই খেলোয়াড়ের। ১৮ বছর পর সেই রোলাঁ গারোতে নাদালের বিপক্ষে ৩১তম জয় পাওয়ার পর জোকোভিচ স্মরণ করলেন সেই সময়টাকে, '২০০৬ সালে আমি ভাবতেও পারিনি প্রায় ২০ বছর পরেও আমরা একে অন্যের বিপক্ষে খেলব।'

দুই বছর পর হওয়া দুই মহারথীর দ্বৈরথের ফলটা জোকোভিচের পক্ষে গেল, তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। চোটের সঙ্গে লড়াই করে টেনিসে ফেরা নাদালের তো অলিম্পিকের এককে খেলা নিশ্চিত হয়েছে একদম শেষ মুহূর্তে। না খেলে নাদাল পেছাতে পেছাতে র্যা ঙ্কিংয়ের ১৬১ নম্বরে নেমে যাওয়াতেই দ্বিতীয় রাউন্ডে দেখা হয়ে গেছে নাদাল-জোকোভিচের। একক থেকে বিদায় নিলেও প্যারিসে এখ নো টিকে আছেন নাদাল। টেনিসের ভবিষ্যৎ কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে যে ডাবলস খেলছেন নাদাল।

২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে এককে সোনা জিতেছিলেন নাদাল। আট বছর রিওয়ে ডাবলসের সোনা গলায় ঝুলিয়েছেন ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন। জোকোভিচের অবশ্য এখনো সোনার পদকটা গলায় ঝোলানো হয়নি। ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে ব্রোঞ্জ জেতাটাই অলিম্পিকে তাঁর সেরা সাফল্য হয়ে আছে।

অলিম্পিকে পিটির স্বপ্নভঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্যালারিতে বসা সাঁতারের কিংবদন্তি মাইকেল ফেলপস। মার্কিন 'জলমানবের' সামনেই সাঁতারের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে তাঁর অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙলেন ফ্রান্সের লিওঁ মারশাঁ। রিও এবং টোকিওতে ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জেতা অ্যাডাম পিটি প্যারিসে এসেছিলেন হ্যাটট্রিকের আশায়। কিন্তু ব্রিটিশ সাঁতারুর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে সোনা কেড়ে নিলেন ইতালির নিকোলো মার্তিনেঙ্গি।

পুলের মতো এমনই সব নৈপুণ্যের ঝলকানিতে রঙিন ছিল প্যারিস অলিম্পিকে পদকের লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিন। এ দিনই আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসের মঞ্চে ফিরেছেন কিংবদন্তি সিমোন বাইলস। খেলেছেন টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালও, দ্বিতীয় রাউন্ডে যিনি মুখোমুখি হবেন টেনিসের আরেক কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচের।

প্যারিসের লা ডিফেনস অ্যারেনার অ্যাকুয়াটিকস সেন্টারে গতকাল ছিল তিনটি সোনার লড়াই। ঘরের ছেলে মারশাঁকে সমর্থন দিতে হাজির হয়েছিলেন বিপুলসংখ্যক দর্শক। গত বছর জাপানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ফেলপসের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছিলেন ২২ বছর বয়সী এই সাঁতারু। ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি জিতেছিলেন ৪ মিনিট ০২.৫০ সেকেন্ড সময়ে, পেছনে ফেলেছিলেন ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে ফেলপসের ৪ মিনিট ০৩.৮৪ সেকেন্ডের রেকর্ডকে।

এবার অলিম্পিকে নিজের টাইমিং টপকাতে না পারলেও ফেলপসের অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছেন মারশাঁ। সাঁতার শেষ করেছেন ৪ মিনিট ০২.৯৫ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হওয়া জাপানের তোমোইয়ুকি মাতসুশিতার (৪ মিনিট ০৮.৬২) প্রায় ৬ সেকেন্ড আগেই। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কারসন ফস্টার। ছেলেদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে সাঁতার-পূর্ব আলোচনায় ছিল অলিম্পিকের টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন পিটি ও চীনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কিন হায়াং। তবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতা কিন লড়াইয়ে পদকের ধারেকাছেও থাকতে পারেননি। হয়েছেন সপ্তম। চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি পিটিও। সাঁতারের বড় অংশজুড়ে তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছেন টোকিওতে ব্রোঞ্জ জেতা নিকোলো মার্তিনেঙ্গি। শেষ মুহূর্তে পিটিকে পেছনেই ফেলে দেন এই ইতালিয়ান সাঁতারু।

০.০২ সেকেন্ড পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় হন পিটি। তাঁর সঙ্গে একই সময়ে শেষ করে রুপা জেতেন যুক্তরাষ্ট্রের নিক ফিঙ্কও। হ্যাটট্রিক সোনা না জেতার হতাশায় তাৎক্ষণিকভাবে পিটির চোখে দেখা যায়। পরে অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকের নতুন চ্যাম্পিয়নকে অভিনন্দনই জানিয়েছেন, 'যারাই খেলে, প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে উজাড় করে দেয়, তাদের কাছে হারের মতো আর কিছু হয় না। তবে আমি খুশি যে সঠিক মানুষটিই জিতেছে।'

এ ছাড়া মেয়েদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের তোরি হুসকে। তাঁর সময় লেগেছে ৫৫.৫৯ সেকেন্ড। ৫৫.৬৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা একই দেশের গ্রেচেন ওয়ালশের। ৫৬.২১ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন চীনের ইয়ুফেই ঝ্যাং।

অলিম্পিক্সে 'প্রথম' ম্যাচ জিতলেন লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সে 'প্রথম' ম্যাচ জিতলেন লক্ষ্য সেন। সোমবার বেলজিয়ামের জুলিয়েন কারাজিকে হারালেন ২১-১৯, ২১-১৪ পয়েন্টে। প্রথম ম্যাচে কেভিন কর্ডনকে হারালেও পরে কর্ডন নাম তুলে নেওয়ায় অলিম্পিক্স থেকে সেই ম্যাচটি 'ডিলিট' করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সরকারি ভাবে এটাই অলিম্পিক্সে ছিল লক্ষ্য সেনের প্রথম ম্যাচ। তবে হতাশ করে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন পুরুষ তিরন্দাজেরা।

প্রথম গেমে লড়াই মোটেই সহজ ছিল না লক্ষ্যের কাছে। শুরুটা ভাল করলেও কারাজি প্রতি পয়েন্টে লড়ছিলেন লক্ষ্যের বিরুদ্ধে। চাপে রেখেছিলেন ভারতের খে লোয়াড়কে। ফলে এক সময় পিছিয়ে পড়েন লক্ষ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে খে লায় ফিরে আসেন। এক সময় ১৮-১৮ করে ফেলেন। তার পরে ২১-১৯ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন।

দ্বিতীয় গেমে শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকেন লক্ষ্য। বিপক্ষ কারাজিকে দেখে মনে হয় নিজের মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। সেই সুযোগ নিয়ে ১১-৪ এগিয়ে যান। তাঁকে আর থামানো যায়নি। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ত্প্রথম গেমে যে ভাবে ফিরে এসেছি সেটা বেশ ভাল লেগেছে। নিখুঁত খেলার চেষ্টা কখনওই করিনি। স্রেফ সাধারণ বিষয়গুলোর দিকে নজর দিয়েছিলাম। কেভিড কর্ডনের বিরুদ্ধে ম্যাচটা প্রস্তুতি ম্যাচ হিসাবেই দেখছি।দ

এ দিকে, তিরন্দাজির কোয়ার্টার ফাইনালে হতাশ করলেন ভারতের তিন খেলোয়াড় ধীরজ বোম্মাদেবরা, প্রবীণ যাদব এবং তরুণদীপ রাই। তুরস্কের কাছে ২-৬ পয়েন্টে হেরে গেলেন তারা। মেয়েদের মতোই কার্যত একপেশে লাগল তাঁদের খে লা। প্রথম দিকে ৬, ৭ স্কোর করায় শুরুতেই অনেকটা পিছিয়ে পড়েন। প্রথম দু'টি সেট জিতে তুরস্ক এগিয়ে যায় ০-৪ পয়েন্টে। তৃতীয় সেট জেতে ভারত। চতুর্থ সেটে ফিরে আসে ব্যর্থতা। সেটি অনায়াসে জিতে সেমিফাইনালে উঠে যায় তুরস্ক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**